সূচীপত্র

مجلة

শعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ১৯-২০

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সোমবার

আল সালেহ মসজিদ, ইয়েমেন

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৬
* সংখ্যা : ১৯-২০
* বার : সোমবার

◈ ১০ ফেব্রুয়ারি-২০২৫ ঈসায়ী
◈ ২৭ মাঘ-১৪৩১ বাংলা
◈ ১০ শা'বান-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম:**
  - **তাক্বওয়া ও জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - **আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন সিয়াম ও কুরআন**
    শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ- ০৮
- **প্রবন্ধ:**
  - **ঈমান এবং ঈমানের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ**
    কে. এম আব্দুল জলিল- ১১
  - **ইস্‌রা ও মি'রাজ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর এক বিস্ময়কর মু'জিযাহ্**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১৭
  - **রমাযানের পূর্বপ্রস্তুতি যেমন হওয়া প্রয়োজন**
    আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ- ২১
  - **ইখলাসবিহীন 'আমল বৃথা (গুনাহ, রিয়া ও লৌকিকতা)**
    মূল : শায়খ আব্দুল মালিক আল ক্বাসিম
    অনুবাদ : আমীমুল ইহসান ও মোস্তাফিজুর রহমান বিন আ. আজিজ মাদানী
    সংক্ষিপ্তকরণে : হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া- ২৬
- **আলোকিত জীবন :**
  - **শেরে বাংলা : কিংবদন্তীর রাজনীতিক**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী
    প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক- ২৯
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস :**
  - **সওম হোক বিদ'আতমুক্ত!**
    আরাফাত ডেস্ক- ৩১
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - **কল্যাণময় রমাযান ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান**
    মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ৩৪
- **সমাজচিন্তা :**
  - **মাদকের ভয়াবহ কালো থাবা এবং একজন ঐশী**
    মো. কায়সার আলী- ৩৭
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৯
- **স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা :**
  - **রমাযান ও আমাদের স্বাস্থ্য**
    ডা. মুহাম্মদ শামসুল আলম- ৪০
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৫

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন'২৫ : একটি পর্যালোচনা

৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। বাংলাদেশে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর প্রচারকার্যের সফলতার এক অমর সাক্ষী। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর 'এডুকেশন সিটি' নামে খ্যাত বাইপাইলস্থ 'জমঈয়ত ক্যাম্পাসে' অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হলো দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন।

প্রথম দিন সকাল ৯টায় মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক (হাফিযাহুল্লা-হ)'র উদ্‌বোধনী ভাষণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমেই অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত। অতঃপর পর্যায়ক্রমে স্বাগত ও উদ্বুদ্ধকরণ ভাষণ। সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও জমঈয়তের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন-এর পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান যথাক্রমে সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, প্রফেসর ড. আহমদুল্লাহ ত্রিশালী ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন। অতঃপর নির্ধারিত বক্তাগণের বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

এ মহাসম্মেলনে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল জুমু'আর সালাত। প্রথম দিনের প্রধান অতিথি সৌদি আরব সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রী শাইখ আব্দুল ওয়াহিদ বিন মুহাম্মদ আল-আরিফী জুমু'আর খুতবাহ্ পেশ করেন এবং তাঁর ইমামতিতে অগণিত মুসুল্লী জুমু'আর সালাত আদায় করেন। সৌদি আরবের প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ দ্বীনদার আলেমের খুতবাহ্ শ্রবণ ও তাঁর পিছনে সালাত আদায়ের লক্ষ্যে সম্মেলনের বিশাল প্যান্ডেল কানায় কানায় ছাপিয়ে যায়। মৃদ রৌদ্র উপেক্ষা করে প্যান্ডেলের বাহিরেও মুসল্লিগণের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। সালাত শেষে প্রদত্ত খুতবার ভাবানুবাদ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর শুরু হয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত সম্মেলনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় দিন (৮ ফেব্রুয়ারি)। সকাল ০৮ : ৩০ মিনিটে সাংগঠনিক অধিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়ে রাত ১১টা পর্যন্ত চলতে থাকে। এ দিন বাদ 'আসর থেকে অতিথি পর্ব শুরু হয়। এ পর্বে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, আমাদেরকে শির্ক-বিদ'আত মুক্ত এবং তাওহীদ ও সুন্নাহর মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় আমাদের সকল অর্জন ও সংস্কার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সবশেষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক-এর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এবারের সম্মেলনে সৌদি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ আল আরিফী, সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আদ-দুহাইলান, রিলিজিয়াস এটাশে মুবারক বিন আমেক আল আনাযী, মারকায-ই জমঈয়তে আহলে হাদীস পাকিস্তান-এর সভাপতি ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সিনেটর প্রফেসর সাজেদ মীর এবং সেক্রেটারি জেনারেল ও সিনেটর শাইখ ড. হাফেয আব্দুল কারীম, নায়েবে আমীর শাইখ ড. আবু তুরাব আলী মুহাম্মদ নূর মুহাম্মদ ও শাইখ ড. আব্দুল গফুর রাশেদ, কুয়েতের বর্ষীয়ান আলেমে দীন ও দাঈ' শাইখ সালিম বিন সা'আদ আত-তবীল, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশিষ্ট আলেম শাইখ আব্দুর রহমান বিন ইবরাহীম আয যারউনী, পাকিস্তান হরকাতুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ'র সভাপতি হাফেয আল্লামা ইঞ্জিনিয়ার ইবতিসাম ইলাহী যহির, ইন্দোনেশিয়ার মুয়ায বিন জাবাল ইসলামিক এজুকেশন ইন্সটিটিউশন এন্ড সেন্টারের পরিচালক শাইখ জোজন জাইনুল মুরসালিন মাদানী, বাহরাইনের বিশিষ্ট আলেম শাইখ ফাইয হুসাইন আস সালাহ, নেপালের বিশিষ্ট আলেম শাইখ শামীম আহমাদ নদভী প্রমুখ বিশ্বখ্যাত আলেমগণের আগমন ও দলিলভিত্তিক ত্যাজদ্বীপ্ত ভাষণে মুখরিত হয়ে ওঠে সম্মেলনের মাঠ। লাখো কণ্ঠে ঘোষিত হয় তাওহীদের নিনাদ। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহ'র অমীয় সুধা শ্রবণ করে, তা প্রচার ও প্রসারের মহান ব্রত নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত তাওহীদী জনতা আপন গন্তব্যে প্রত্যাবর্তন করেন, ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

বিগত বছরের সম্মেলনগুলোর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ বছরের প্রোগ্রাম ঢেলে সাজানো হয়। জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর নিবেদিতপ্রাণ চৌকস জোয়ানেরা শৃঙ্খলার কাজে যে ভূমিকা পালন করেছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, নির্বাহী পরিষদ ও সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির সকল স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ অমূল্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সকলের খিদমতকে আল্লাহ তা'আলা কবুল ও উত্তম জাযা দান করুন –আমীন। ☒

আল কুরআনুল হাকীম

তাক্বওয়া ও জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।"[১]

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দরসে বর্ণিত আয়াতটি সূরা আল বাক্বারাহ্'র ১৮৩ নং আয়াত। সূরা আল বাক্বারাহ্ কুরআনুল কারীমের একটি অতিদীর্ঘ সূরা। এ সূরাতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রায় সকল দিক-নির্দেশনা রয়েছে। রয়েছে সালাত, সিয়াম ও যাকাতের বিধি-বিধান। এ সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পর মদীনায় নবীজি (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। কয়েকটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার কারণে এ সূরায় এগুলো শামিল হয়েছে। এই সূরাটি মাদানী সূরা হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾

অর্থ- "হে বিশ্বাসীগণ!"

কুরআনুল কারীমের একটি অসাধারণ বর্ণনা রীতি হলো– প্রয়োজন অনুসারে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করা। আলোচ্য আয়াতাংশে ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ "হে বিশ্বাসীগণ!" বলে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় এখানে আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা মু'মিনদেরকে একটি বিশেষ হুকুম (বিধান) দিতে চান। যা মু'মিনরা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে। আমরা এ বিধান সম্পর্কে জানার পূর্বে মু'মিনদের পরিচয় জানার চেষ্টা করব। স্বয়ং আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা মু'মিনদের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে–

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾

অর্থ- "নিশ্চয়ই তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং তাতে তারা সন্দেহ পোষণ করে না। আর তারা জীবন ও সম্পদ দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা (যিহাদ) করে।"[২]

সুতরাং বুঝা যায়, আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা যখন মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে কোনো বিধান নাযিল করেন। তখন মু'মিনরা এটিকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান বলে যথোপযুক্ত মূল্যায়ণ করতঃ তা পালন করাতে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে।

সিয়ামের বিধান : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

অর্থ- "তোমাদেরকে সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হলো।"

সিয়ামের এ বিধানটি আল্লাহ তা'আলা كُتِبَ শব্দটি দিয়ে আবশ্যিক করেছেন। চিন্তাশীলদের জন্য এখানে অনেক ভাবনার বিষয় লুকিয়ে আছে। এতে রয়েছে সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ইশারা। শব্দটি সিয়ামকে অনেক বেশি তাৎপর্যবহ করে অন্যান্য বহু নির্দেশ হতে এটিকে একটি ভিন্নমাত্রায় সংযোজন করেছে। এ বিধান শুধু আমাদের উপরেই নয়; বরং পূর্ববর্তীদের উপরেও অনুরূপ বিধান ছিল। আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা বলেন–

﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

"যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল।"

এই বিধানটি হলো– সর্বজন বিধিত। এর মাধ্যমে বিধানটির গুরুত্ব বুঝানোর সাথে সাথে এটাও বুঝানো হয়েছে যে বিধানটি কঠিন হলেও পূর্ণরূপে আদায় করা সম্ভবপর।

صيا\صوم-এর সংজ্ঞা : صام-يصوم-এর মাসদার হলো– صيا\صوم শাব্দিক অর্থ- বিরত থাকা। কেউ কেউ এর প্রমাণ হিসেবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেন।

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩।*

[২] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৫।*

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾

অর্থ- "আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি।"[৩]

এখানে صَوْمًا শব্দটি কথা-বার্তা হতে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী صوم-এর আবিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ করেছেন নিম্নরূপ–

إمساك مخصوص فى زمن مخصوص من شيئ مخصوص بشرائط مخصوصة.

অর্থ- নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কতিপয় বস্তু হতে বিরত থাকার নাম রোযা।[৪]

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : صوم শব্দের অর্থ হলো– কোনো কাজ হতে বিরত থাকা। এ জন্য যে ঘোড়া চলা হতে বিরত থাকে তাকে 'সায়েম' বলা হয়। পারিভাষিকভাবে صوم শব্দের অর্থ হলো– শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুকাল্লাফ ব্যক্তি ফজর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত সময় নিয়তের সঙ্গে পানাহার ও যৌন কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা হতে নিবৃত্ত থাকা।

শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমিন صوم বা রোযার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন,

هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

সুবেহ সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় পানাহার ও সর্বপ্রকার রোযা ভঙ্গকারী বস্তু হতে বিরত থাকার মাধ্যমে 'ইবাদত করাকে রোযা বলে অভিহিত করা হয়।

তাক্বওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বলে সিয়ামের মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থীর করা হয়েছে তাক্বওয়া অর্জনকে। একজন মু'মিনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাক্বওয়া রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তাক্বওয়া মানুষকে সম্মানিত করে। আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সম্মানিত যার মধ্যে বেশি তাক্বওয়া রয়েছে।"[৫] আর এই তাক্বওয়া যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা ধারণাতীত উৎস থেকে তার রিয্কের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

অর্থাৎ- "আর যে তাক্বওয়ার পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জীবন চলার পথ বের করে দেন আর ধারণাতীত জায়গা থেকে তার রিয্কের ব্যবস্থা করেন।"[৬]

যারা এই তাক্বওয়া অর্জন করে আল্লাহ তা'আলা তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সহজ করে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

অর্থাৎ- "আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজ করে দেন।"[৭]

যারা ঈমান ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা উভয় জগতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ﴾

অর্থাৎ- "আর যারা ঈমান ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ।"[৮]

মুত্তাক্বীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর জান্নাত, যার প্রশস্ততা আকাশ-পৃথিবীর সমান এটি আল্লাহ মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[৯] আর আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা এই তাক্বওয়া অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন বিভিন্ন 'ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন- সলাতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَ أْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾

অর্থাৎ- "আর তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাকো, আমি তোমার কাছে রিয্ক

---

[৩] *সূরা মারইয়াম : ২৬।*
[৪] *ফাতহুল বারী- ৪/১৩২।*
[৫] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৩।*
[৬] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২-৩।*
[৭] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৪।*
[৮] *সূরা ইউনুস : ৬৩-৬৪।*
[৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৩।*

চাই না; বরং তোমকে আমি রিয্ক দেই আর শেষ পরিণাম তো তাক্বওয়া অর্জনকারীর।"[১০]

কুরবানিতেও রয়েছে তাক্বওয়ার পরিক্ষা : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহর কাছে কুরবানির পশুর গোশ্ত ও রক্ত পৌঁছায় না পৌঁছায় তোমাদের তাক্বওয়া।"[১১]

এই তাক্বওয়া অর্জনের সূবর্ণ সুযোগ রয়েছে মাহে রমাযানে।

তাক্বওয়ার সংজ্ঞা : তাক্বওয়া শব্দটি আরবী وَقٰى মূলধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ বেঁচে থাকা, ভয় করা, সাবধান হওয়া। তাক্বওয়া বলতে আল্লাহ ভীতিকে বুঝায়। তাই মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার নামই তাক্বওয়া।

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে তাক্বওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনি কী কণ্টকাকীর্ণ পথে চলেন? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তখন আপনি কিভাবে চলেন? তিনি বলেন, খুব সতর্কতার সঙ্গে কাঁটার আঁচড় থেকে শরীর ও কাপড় বাঁচিয়ে চলি। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এটাই তাক্বওয়া।'[১২]

মুত্তাকীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "শরীয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি নিজেকে এমন সব কিছু থেকে রক্ষা করেন, বাঁচিয়ে রাখেন, যা তাকে পরকালে ক্ষতির সম্মুখিন করবে।"[১৩]

আবূ মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবনু মাস'ঊদ আল বগবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "মুত্তাকী ঐ ব্যক্তি, যিনি শির্ক, কবীরা গুনাহ ও সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। মুত্তাকী শব্দটি আল ইত্তিকাউ থেকে নির্গত। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দু'বস্তুর মাঝখানের অন্তরাল-দেয়াল। যেমন- এক হাদীসে আছে– সাহাবায়ে কিরামের উক্তি, "যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আড়াল করে থাকতাম। অর্থাৎ- যখন যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমাদের ও শুত্রুদের মাঝখানে অন্তরায় করে রাখতাম। সুতরাং মুত্তাকী মহান আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকাকে তার এবং মহান আল্লাহর শাস্তির মাঝখানে অন্তরায় তৈরি করে বলেই তাকে মুত্তাকী বলা হয়।[১৪]

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজ সত্তাকে রক্ষা করে এমন বিষয় থেকে, যার জন্য সে শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়; সেটি করণীয় হোক বা বর্জনীয়।[১৫]

ইমাম গাজালি (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, মহান আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করে যাবতীয় ভালো ও উত্তম কাজকে নিজের জীবনে গ্রহণ করার নামই তাক্বওয়া।

রমাযানে তাক্বওয়া অর্জনের সূবর্ণ সুযোগ : সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন ও মহান প্রভুর সান্নিধ্য ও সন্তোষ অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আগমন করে সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রমাযান। একটু সচেতন হলেই এই মাসে আমরা তাক্বওয়ার অনুশীলন করতে পারি। তাক্বওয়া মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে। তাক্বওয়া অর্জনের জন্য যে সকল বিষয়গুলো খুবই জরুরি সে সকল বিষয়গুলোই আমরা মাহে রমাযানে প্রতিনিয়ত করে থাকি। নিম্নে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো–

জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প : তাক্বওয়া অহংকারী মানুষকে বিনয়ী করে। পাপত্মাকে পূণ্যাত্মায় পরিবর্তীত হতে উদ্বোদ্ধ করে। মাহে রমাযানে আমরা একটু চেষ্টা করলেই বিনয়ী ও পূণ্যবান হতে পারি। জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে পারি। রমাযান এলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের রুটিনই তো পরিবর্তন করে থাকি। রমাযানের রুটিনটি যদি আমরা সবসময় অনুসরণ করি তবেই তো আমরা আমাদের জীবন বদলাতে পারব।

---

[১০] *সূরা ত্ব-হা- : ১৩২।*

[১১] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।*

[১২] *তাফসীর খাযেন- পৃ. ২৮; মা'আলিমুত তানযীল- পৃ. ৩৫।*

[১৩] *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল ওরফে তাফসীর বায়যাবী- কাযী নসির উদ্দীন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী (রহিমাহুল্লাহ), দেওবন্দ, আল মাকতাবা আল আশরাফিয়া, পৃ. ১৬।*

[১৪] *মা'আলিমুত তানযীল ফিত তাফসীর ওয়াত্ তাবীল- আবূ মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবনু মাস'ঊদ আল-বগভী (মৃ. ৫১০ হি.), বৈরুত, দার আল ফিক্র, ১৯৮৫, খণ্ড- ১, পৃ. ৩৫।*

[১৫] *আল-কাশশাফ 'আন হাক্বায়িক্বি আল তানযীল ওয়া 'উয়ূনি আল আক্বাবীল ফী ওযূহি আল তাবীল- আবুল কাশিম জারুল্লাহ মাহমূদ ইবনু 'উমার আল যামাখশারী, খণ্ড- ১, পৃ. ৩৭।*

চলতে পারব তাক্বওয়ার পথে। আসুন! সামনের রমাযান থেকেই আমরা আমাদের জীবন বদলের চেষ্টা করি।

পাপাচার ও সীমালংঘন মুক্ত জীবনের অনুশীলন : মাহে রমাযানে আমরা পাপাচার ও সীমালংঘন মুক্ত জীবনের অনুশীলন করে থাকি। কেননা পাপাচারে লিপ্ত থেকে সিয়াম সাধনা করলে সে সিয়াম আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ছাড়তে পারল না তার খাদ্য-পানাহার ছাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।[১৬]

পাপ ছেড়ে দিয়ে আমরা যেমন- সিয়াম সাধনা করি। ধারাবাহিকভাবে সবসময়ে এটি অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারি, যা তাক্বওয়া অর্জনের মূল সহায়ক।

ইখলাসের সঙ্গে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা : ইখলাসের সঙ্গে মহান আল্লাহর 'ইবাদত মানুষকে মুত্তাক্বী বানায়। মাহে রমাযানে আমরা তো ইখলাসের সঙ্গে অনেক 'ইবাদত করে থাকি। যেমন- সিয়াম সাধনা, ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবী বা তাহাজ্জুদ) ও লাইলাতুল ক্বদর উদ্‌যাপন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে (তথা ঈমান ও ইখলাসের সাথে সওয়াবের আশায়) রমাযানের রোযা রাখবে, তার অতীত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১৭]

তিনি আরো বলেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রমাযানে সওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[১৮]

তিরি আরো বলেন–

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তাঁর পিছনের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমাযানে সিয়াম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।[১৯]

এই রকম সবসময় যদি আমরা আমাদের 'ইবাদতগুলো ইখলাসের সাথে করে থাকি তাহলেই আমরা চলতে পারব তাক্বওয়ার পথে।

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক. কুরআন শিক্ষা করা : রমাযান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো– এ মাসে আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযল করেছেন। কুরআন হলো মুত্তাক্বীদের পথপ্রদর্শক। এ মাসে প্রায় সকল মুসলিমই কুরআন পাঠের চেষ্টা করে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এ মাসের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই কুরআন পাঠ থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারি তাহলেই আমরা মুত্তাক্বী হতে পারব।

দুই. জাগতিক লোভলালসা উপেক্ষা করার শিক্ষা : মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য হলো– ওরা জাগদিক লোভ-লালসা উপেক্ষা করে সদা-সর্বদা হিদায়াতের উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করে। রোযাদার ব্যক্তিগণও সারাদিন জাগতিক লোভলালসার উর্ধে থেকে সিয়াম সাধনা করে। সুতরাং রোযাদারদের পক্ষে তাক্বওয়ার পথে চলা সহজ।

তিন. সুবিচার বা ইনসাফ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"তোমরা সুবিচার করো। কেননা তা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী।"[২০]

আমরা যদি মাহে রমাযান থেকে দুঃস্থ অসোহায় মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করে তাদের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তবেই তো আমরা আমাদের কাংখিত সেই তাক্বওয়া অর্জন করতে পারব।

হে আল্লাহ! এই রমাযান মাসে আপনি আমাদের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। আল-কুরআনের শিক্ষায় তাক্বওয়া অবলম্বন করত জান্নাতের পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন, সুম্মা আমীন। ☒

---

[১৬] *বুখারী- পর্ব : ২৩, পরিচ্ছেদ : ১৯১ / সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী 'আমল বর্জন করা, হা. ১৭৮২।*

[১৭] *বুখারী- পর্ব : ২৩, পরিচ্ছেদ : ১১৮৯ / যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, হা. ১৭৮০।*

[১৮] *সহীহুল বুখারী- পর্ব : ২ / ঈমান, পরিচ্ছেদ : ২৭ / রমাযানের রাতে নফল 'ইবাদত ঈমানের অঙ্গ, হা. ৩৬।*

[১৯] *বুখারী- পর্ব : ২৩, পরিচ্ছেদ : ১১৮৯ / যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, হা. ১৭৮০।*

[২০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৮।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন সিয়াম ও কুরআন

–শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

সরল বাংলায় অনুবাদ

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে– হে রব! আমি রাতের বেলায় তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন। তখন তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।[২১]

শব্দার্থসমূহ

يَشْفَعَانِ : তারা উভয়ে সুপারিশ করবে, لِلْعَبْدِ : বান্দার জন্য, يَوْمَ الْقِيَامَةِ : কিয়ামতের দিন, مَنَعْتُهُ : তাকে বিরত রেখেছি, الطَّعَامَ : পানাহার, الشَّهَوَاتِ : প্রবৃত্তি পরায়ণতা, بِالنَّهَارِ : দিনের বেলায়, فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ : তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন, النَّوْمَ : ঘুম, بِاللَّيْلِ : রাতে।

রাবী পরিচিতি

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মক্কার নেতৃস্থানীয় অন্যতম একজন ব্যক্তি, ইসলাম গ্রহণ পূর্বক ৭ম হিজরিতে তিনি মাদীনায় হিজরত করেন। মাদীনায় হিজরত করার পর তিনি সর্বদা মহানবী (ﷺ)-এর সাথে থাকেন এবং হাদীসের 'ইল্ম সন্ধানে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭০০ (সাতশত)টি।

ইসলাম গ্রহণের পর অনুষ্ঠিত সবকটি যুদ্ধাভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কুরআন মাজীদের 'ইল্ম অর্জনেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। মহানবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর তিনি শাম বিজয়ে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আকৃতিতে তিনি দীর্ঘদেহী, লালচে চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন।[২২]

তিনি ৬৩ হিজরিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিসরের ফুসতাত নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের মূল বক্তব্য

দুনিয়া প্রবৃত্তি পরিবেষ্টিত, আর আল্লাহ তা'আলার হিদায়াতের আলোক মঞ্জিল থেকে বিচ্যুত হয়ে মহান আল্লাহর বান্দারা জাহান্নামের পথের পথিক হয়ে ছুটে চলেছে। সিয়াম সাধনা, আর মহান আল্লাহর কিতাবের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে বান্দা এই অবস্থা থেকে আত্ম রক্ষা করতে পারে। সেই জন্যই সিয়াম সাধনায় আমাদের অক্লান্ত উদ্যমী হতে হবে, আর কুরআন পাঠ ও পঠনে নিয়োজিত হতে হবে। তবেই আমরা পরকালে কুরআন ও সিয়ামের সুপারিশ লাভ করতে পারবো –ইন্‌শা-আল্লাহ।

হাদীসের ব্যাখ্যা

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।"

কিয়ামতের দিন বান্দা তার পাপ ও অপরাধের ভার থেকে মুক্ত হতে যখন সুপারিশের মুখাপেক্ষী হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ নিয়ে এগিয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন সুপারিশের কার্যকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

---

* *যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[২১] *মুসনাদ আহমদ- ২/১৭৪, হা. ৬৬২৬, হাদীস সহীহ।*

[২২] *আল ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ : আল আসকালানী।*

"দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।"[২৩]

কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য একটু সুপারিশ অনেক বেশি মূল্যবান হবে। সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ে সেদিনে বান্দা মুক্ত হতে চাইবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۞ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾

"আর (সেদিন) সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টি গোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, আর তার স্ত্রী ও ভাইকে, আর তার জাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিতো, আর পৃথিবীর সবাইকে, তাতে এটি তাকে যেনো মুক্তি দেয়।"[২৪]

কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে সিয়াম ও কুরআনের সুপারিশ তাই বান্দার জন্য মহা সৌভাগ্যের কারণ হবে।

يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ.

"সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।"

সিয়ামের সাধনায় বান্দা দিনের বেলায় ক্ষুধার যাতনা সহ্য করে, পিপাসায় কাতর হয়েও বিন্দু পরিমাণ পানীয় গলধঃকরণ করে না, স্বামী-স্ত্রীতে পারস্পরিক দাম্পত্য সম্ভোগ থেকে বিরত থাকে। বান্দার এ পানাহার বর্জন, বৈধ দাম্পত্য সম্ভোগ পরিহার করণ লৌকিকতার জন্য নয়; বরং এ সাধনা মানবিকতার বিকাশ আর আত্মশুদ্ধিতার সুদৃঢ় সোপান; যে সোপানে চড়ে বান্দা তার মহান প্রতিপালকের রেযামন্দি তালাশে আত্মহারা এবং একান্ত একনিষ্ঠ। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ.

আদম সন্তানের পুণ্য দশ হতে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তবে সিয়াম ছাড়া। কারণ সিয়াম আমারই জন্য পালন করা হয় এবং এর প্রতিদান আমিই দেবো। সে আমার জন্য তার প্রবৃত্তি ও পানাহার বর্জন করে"।[২৫]

ক্ষুদা-পিপাসার কষ্ট করার দ্বারা বান্দা জৈবিকতার মোহাচ্ছন্নতা থেকে নিস্তার পায়। প্রবৃত্তির বৈধ ব্যবহারকে সংযমসীমার মধ্যে আনয়নের মাধ্যমে বান্দা মানবিকতার উৎকর্ষে আরোহন করে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মানুষ পশুর ও অধম কার্য ঘটায়। জিহ্বার স্বাদ মেটাতে আর জঠরের লোভ মেটাতে মানুষ হারাম ও গলীজ বস্তুও ভক্ষণ করতে দ্বিধাহীন হয়ে উঠে। মানুষের রসনার মিথ্যাচার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কদাকার ব্যবহার প্রবৃত্তির তাড়নারই ফল। অথচ সিয়াম সাধনার মূল, আর শ্রেষ্ঠতম অর্জনই এটি যে, মিথ্যা চর্চা পরিত্যাগ করতে হবে, মিথ্যাচারমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ড ছাড়তে হবে এবং সবরকম বিবাদ বিসংবাদ ত্যাগ করতে হবে। এ মর্মে মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেন,

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যাচারমূলক কাজ পরিহার করেনি তার খাদ্য ও পানীয় বর্জনে আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রয়োজন নেই।"[২৬]

সাধনা, সংযম, জঠর যাতনা সহ্য করা, আর পিপাসার কাতরতা ভোগ করার বিনিময়ে যে সাওম, এই সাওমই কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারীর জন্য সুপারিশ করবে।

وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

"কুরআন বলবে, আমি রাতে তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। তখন এ দু'য়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

[২৩] *সূরা ত্বা-হা- : ১০৯।*
[২৪] *সূরা আল মা'আরিজ : ১০-১৪।*
[২৫] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম; মিশকাত- হা. ১৯৫৯।*
[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮০৪, মা. শা., হা. ১৯০৩।*

মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াত ঈমানের স্বাক্ষর এবং মু'মিন ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাতে বরকতের মহা উৎস স্থল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ﴾

"যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তা হক্বভাবে তিলাওয়াত করে, তারাই এই কিতাবের উপর ঈমান এনেছে।"[২৭]

কুরআনের প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতে রয়েছে পুণ্য। এ প্রসঙ্গে মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেন,

«مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করবে সে একটি পুণ্য লাভ করবে। সেই পুণ্যকে দশগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে।"[২৮]

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মাহে রমাযানে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে অন্যান্য মাসের তুলনায় এই মাস এত মহিমান্বিত, তাই কুরআনের সাথে রমাযানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং সুদৃঢ়। রমাযানে কুরআনুল কারীমের পঠন-পাঠনে মহানবী (ﷺ) বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করতেন। রমাযানের প্রতিটি রাতকে কুরআন পঠনের সাধনায় ব্যাপৃত করতেন। এ ব্যাপারে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (ﷺ) القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ».

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ বদান্য ব্যক্তি। তাঁর বদান্যতা বৃদ্ধি পেতো রমাযানে, যখন জিবরীল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। আর জিবরীল রমাযানের প্রতি রাতেই মহানবী (ﷺ)-এর সাথে দেখা করতেন এবং তারা উভয়ে কুরআনের পাঠ ও পঠন চালাতেন। আর সে সময়ে কল্যাণকর প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়ার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বদান্যতা আরো বেড়ে যেতো।[২৯]

প্রতিপাদ্য হাদীসে সিয়াম ও কুরআনের কিয়ামাত দিবসে যুগপৎ সুপারিশের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর রাতে কুরআন তিলাওয়াতের কথাও এসেছে।

ইমাম ইবনু রজব আল হাম্বালী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীসে রমাযানের রাতে অধিক কুরআন পাঠ মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। নিশ্চয়ই রাতে শোরগোল কেটে যায়, উদ্যম সংগৃহীত হয়, আর কুরআন অনুধাবনে জিহ্বা ও আত্মা একাত্ম হয়ে উঠে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيْلًا﴾

"নিশ্চয়ই রাতের জাগরণ প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণে অধিক অনুকূল।"[৩০]

রমাযানের রাতে তারাবীহতে অর্থাৎ- কিয়ামুল লাইলে কুরআন তিলাওয়াত করা ও শুনা এবং রাতের বিভিন্ন প্রহরে কুরআন তিলাওয়াতে নিবিষ্ট হওয়া অশেষ পুণ্যময় 'আমল।

হাদীসের শিক্ষা

১. ভয়াবহ কিয়ামতের দিনে সিয়াম ও কুরআন সবচেয়ে বান্দার আপন বন্ধু হয়ে মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশের জন্য এগিয়ে আসবে।
২. সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে আপন নিয়ন্ত্রণে আনা মু'মিনের বিরাট অর্জন।
৩. দিন আর রাতে এবং বিশেষত রাতে কুরআন তিলাওয়াত বান্দার সৌভাগ্যের আকর।
৪. প্রবৃত্তি দলন আর কুরআন চরম আপন করার মধ্য দিয়ে তাক্বওয়ার সোপান পেয়ে মু'মিন জান্নাতী হবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, পরকালে মুক্তি পেতে হলে এবং সাওম ও কুরআনের সুপারিশ পেতে হলে সঠিকভাবে সাওম পালন করতে হবে। আর রাতের বেলায় বেশি বেশি আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আসন্ন মাহে রমাযানে বেশি বেশি নেক 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

[২৭] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১২১।*
[২৮] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৯১০, সহীহ।*
[২৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮১২, মা. শা., হা. ১৯০২।*
[৩০] *সূরা আল মুয্যাম্মিল : ৬, লাতাইফুল মা'আরিফ।*

প্রবন্ধ

ঈমান এবং ঈমানের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ

–কে. এম আব্দুল জলিল*

ভূমিকা : ইসলাম একটি দ্বীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। কিভাবে একজন মানুষ তার জীবনের প্রতিটি দিক পরিচালনা করবে, ইসলাম তার দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন কেমন হবে ইসলাম তার নীতিমালা বর্ণনা করেছে। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর মনোনীত এ জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে সেই হলো একজন মুসলিম। আল্লাহর মনোনীত ইসলামের এ নীতিমালা ও মূল বিষয়সমূহকে অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা এবং সেই অনুযায়ী কর্মে পরিণত করার নাম ঈমান। যার মধ্যে এ ঈমানী শক্তি আছে সেই হলো মু'মিন। প্রত্যেক মু'মিনই এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য ঈমান হলো দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত, পরম অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾

"বরং আল্লাহই তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়েই তোমাদের ধন্য করেছেন।"[৩১]

ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত ও শরয়ী অর্থ : إيمان; আরবী শব্দ। আরবী الأمن (নিরাপত্তা, শান্তি) থেকে উদ্ভূত। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্বাস করা, স্বীকৃতি দেয়া, প্রত্যয় ব্যক্ত করা এবং বিশ্বস্ততা বা হৃদয়ের স্থিতি। এছাড়া আনুগত্য করা, শান্তি, নিরাপত্তা, অবনত হওয়া এবং আস্থা অর্থেও ঈমান শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৩২] পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾

অর্থাৎ- "(তার ভাইয়েরা বলল,) আপনি তো আমাদের কথা কিছুতেই মেনে নেবেন না, আমরা যত সত্যবাদী হই না কেন?"[৩৩]

আয়াতে 'ঈমান' শব্দটি তাদের কথা বিশ্বাস ও গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমানের জন্য কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। কেননা, খোদ ইবলিস এবং অনেক অমুসলিমও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়াত যে সত্য এবং তাঁর কাছে প্রেরিত পবিত্র কুরআনের বাণীগুলো যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, তা জানত ও বিশ্বাস করত; কিন্তু তারা তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেনি বলে ঈমানদারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"যাদের আমি কিতাব দান করেছি, এরা তাকে (অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-কে) ভালো করেই চেনে, যেমনি এরা চেনে আপন ছেলেদের। এদের একদল সত্য গোপন করার চেষ্টা করছে, অথচ এরা তো সবকিছুই জানে।"[৩৪]

বস্তুতপক্ষে 'ঈমান' কেবল জানা ও বিশ্বাসের নাম নয়; বরং জানা ও বিশ্বাসের সাথে সাথে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেয়ার নামই ঈমান। আর ঈমানের প্রতিফলন রূপ হলো মুখে স্বীকৃতি দান ও কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন। কেউ কেউ ঈমানের সংজ্ঞা এভাবেই প্রদান করে থাকেন।

التصديق بما جاء النبي (ﷺ) مع القبول والإذعان.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনীত শরীয়তকে মনেপ্রাণে গ্রহণ ও মেনে নেয়াসহ সত্য বলে বিশ্বাস করা।"[৩৫]

আমরা ঈমান ও 'আমলের সম্পর্ককে প্রাণ ও দেহের সম্পর্কের সাথে তুলনা করতে পারি; অর্থাৎ- ঈমান হলো প্রাণ, আর 'আমল হলো তার দেহ। প্রাণহীন দেহের যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনি ঈমান ব্যতীত 'আমলও আল্লাহর নিকট মূল্যহীন। আবার দেহ ব্যতীত যেমন প্রাণের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, তেমনি 'আমল ব্যতীত ঈমানের অস্তিত্বও বুঝা যায় না। পবিত্র কুরআনে ঈমান ও 'আমলের সম্পর্ককে বৃক্ষের মূল ও শাখা-প্রশাখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ঈমান হলো মূল, আর 'আমল হলো তা থেকে অঙ্কুরিত বৃক্ষ ও শাখা-প্রশাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ○ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

---

*সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[৩১] সূরা আল হুজুরা-ত : ১৭।

[৩২] মুয়জামুল মাকায়িসুল লুগাহ- ১/১৩৩।

[৩৩] সূরা ইউসুফ : ১৭।

[৩৪] সূরা আল বাক্বারাহ : ১৪৬।

[৩৫] তাফসীরুল কুরআন- উসাইমীন, খণ্ড : ৩, পৃ. ২৫০।

"তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ কেমন উপমা পেশ করেছেন : পবিত্র কালিমা হলো একটি পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[৩৬]

এ আয়াতগুলোতে ঈমানকে বৃক্ষের শিকড়ের সাথে এবং 'আমলকে ডালপালার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ- ঈমানের দৃঢ়তার ওপরই 'আমলের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে।

যে সমস্ত কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় :

ওযূ যেমন ছুটে যায়, সালাত যেমন নষ্ট হয়, রোযাও যেমন ভঙ্গ হয়ে যায় তেমনি ইসলামও ছুটে যায়, ঈমানও ভঙ্গ হয় গুরুতর কিছু পাপের কারণে, ফলে ঐ পাপী ব্যক্তি মুসলমানের মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত হয় এবং সেটা কী কারণে হয় তা আমরা অনেকেই জানি না। আর এটাই সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক। যেসব পাপের কারণে ইসলাম থেকে মানুষ বহিস্কৃত হয়ে যায়, পরিণতিতে তার সমস্ত নেক 'আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং তাওবাহ্ না করলে কাফিরদের মতোই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো–

১. শির্ক করা : 'শির্ক' শব্দের মূল অর্থ অংশীদারিত্ব, সংযুক্তি, সংমিশ্রণ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'শির্ক' শব্দটি 'তাওহীদ'-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ- 'শির্ক' বলতে বুঝানো হয় বিশ্বাস কিংবা কথায় বা কাজে আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাত বা তাঁর উলুহিয়্যাত অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে অপর কাউকে তাঁর সমকক্ষ বা অংশীদার সাব্যস্ত করা। মোটকথা, শির্ক হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে সুনির্দিষ্ট এমন কোনো বিষয়ে অপর কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। শির্ক এটি বড় যুল্ম এবং মারাত্মক অন্যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই শির্ক মহা অন্যায়।"[৩৭]

শির্ক জঘন্যতম ও অমার্জনীয় পাপ এবং তার পরিণতি জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারী জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[৩৮] অন্যত্র বলেন :

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ শির্কের অপরাধ ক্ষমা করবেন না, এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। যে লোক আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে সুদুর গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।"[৩৯]

২. আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মৌলিক বিধানদাতা মনে করা : মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার মৌলিক আইন বিধানদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ। আইন ও বিধানের নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র তাঁরই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

"সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং এর ওপর প্রভুত্ব চালাবার, একে আদেশ-নিষেধ দেয়ার অধিকারও একমাত্র তারই।"[৪০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ.

"তিনিই হলেন একমাত্র প্রকৃত শাসক নির্দেশদাতা। নির্দেশদানের ইখতিয়ার একান্ত তাঁরই।"[৪১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যে যাবৎ তার প্রবৃত্তি (মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে) আমার অর্জিত বিধি-বিধানের অনুগত হবে না।"[৪২]

অতএব, কোনো মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের দাবি পূরণ করতে পারবে না, যতক্ষণ সে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আইনের ভিত্তিতে নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

৩. গায়রুল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য ও দাসত্ব করা : উল্লেখ্য যে, মানুষের সামগ্রিক জীবন পরিচালনার মৌলিক আইন ও

---

[৩৬] *সূরা ইব্‌রা-হীম : ২৪-২৫।*
[৩৭] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৩।*
[৩৮] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৭২।*
[৩৯] *সূরা আন্ নিসা : ১১৬।*
[৪০] *সূরা আল আ'রাফ : ৫৪।*
[৪১] *আবূ দাউদ- কিতাবুল আদাব, হা. ৪৯৫৭; বুখারী; আল-আদাবুল মুফরাদ- হা. ৮১১; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৫০৪।*
[৪২] *সহীহুল বুখারী- রাফ'উল ইয়াদাইন, হা. ৪৩।*

বিধানদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কোনো মানুষ চায় সে নবী বা রাসূল হোন না কেন মহান আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছার বাইরে হুকুম দেয়া ও নিষেধ করার কোনোই অধিকার রাখেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

"আমি শুধু ওহীযোগে প্রাপ্ত নির্দেশই মেনে চলি।"[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"তারা কী জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? অথচ দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর দেয়া উত্তম বিধানদাতা আর কে?"[৪৪]

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, একজন মু'মিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ও বিধানসমূহেরই আনুগত্য করে যাবে। এই হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর ঈমানের একান্ত দাবি।

৪. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অপর কারও নামে জবাই বা কুরবানী করা : কুরবানী ও উৎসর্গ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক 'ইবাদত। এটি এক প্রকার মান্নত। এ কুরবানী একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রাপ্য। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"তোমার রবের জন্য সালাত আদায় করো এবং জবাই-কুরবানী করো।"[৪৫] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশ্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা পশু।"[৪৬]

মহান আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে পশু জবাই হারাম। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে কোনো কোনো মূর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ করে। যদিও যবেহ করার সময় মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে জবেহ বা কুরবানী করা হয়, তাই এ সব জন্তুও আয়াত দৃষ্টে হারাম। কুরবানী ও জবাই কেবল আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। অন্য কারও করুনা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বা নামে কুরবানী ও জবাই করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। উপরন্তু, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে সে অভিসপ্ত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

"আর আল্লাহ সে ব্যক্তিকেও লানত করেন, যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ- মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের সম্মানার্থে ও নৈকট্য অর্জনের জন্য) জবাই করে।"[৪৭]

৫. গায়রুল্লাহর নিকট দু'আ করা : দু'আ অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, প্রার্থনা করা। দু'আ দু'ধরনের হতে পারে। যেমন-

এক. লৌকিক প্রার্থনা অর্থাৎ- যেসব বিষয় দান করা বা দানের ক্ষেত্রে সাহায্য করা জীবিত মানুষদের শক্তি ও সামর্থের মধ্যে থাকে, ইচ্ছা করলে তারা তা অপরকে দিতে পারে বা দেয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, এরূপ বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে একজন অপরজনের নিকট চাইতে পারে।

দুই. অলৌকিক বা অপার্থিব প্রার্থনা অর্থাৎ- যেসব বিষয় দান করা বা দানের ক্ষেত্রে সাহায্য করা মানুষের শক্তি ও সামর্থের বাইরে, তা কেবল অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পরম সত্তার নিকটই চাইতে হয়। মুসলিমগণ যেহেতু একমাত্র আল্লাহকেই অলৌকিক ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করে, তা-ই তারা যে কোনো অলৌকিক ও অপার্থিব সাহায্যের জন্য কেবল আল্লাহকেই ডেকে থাকে। এতে বান্দার পূর্ণ অসহায়ত্ব ও বিনয় প্রকাশ পায়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অপর কারও নিকট এ জাতীয় দু'আ করা নিষিদ্ধ ও শির্কের পর্যায়ভুক্ত। মু'মিনগণ যাতে এরূপ শির্কে লিপ্ত না হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে এ মর্মে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

"আমরা কেবল আপনারই 'ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[৪৮] অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

---

[৪৩] *সূরা আল আন'আম : ১১৪।*
[৪৪] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫০।*
[৪৫] *সূরা আল কাওসার : ২।*
[৪৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩।*
[৪৭] *মুসলিম- কিতাবুল আজাহী, হা. ৫২৩৯, ৫২৪০ ও ৫২৪১।*
[৪৮] *সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৪।*

"আর ডাকবে না আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে, যে না তোমার কোনো উপকার করতে পারে, না তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমন কাজ করো, তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"[৪৯]

সাইয়্যিদুনা ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ.

অর্থাৎ- "যখন তুমি কিছু চাইবে, তখন আল্লাহ তা'আলার কাছেই চাও। আর যখন কোনো সাহায্য পেতে চাও, তখন মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে।"[৫০]

৬. কবরের ওপর সৌধ, গম্বুজ নির্মাণ করা : কবরের ওপর কোনোরূপ সৌধ কিংবা গম্বুজ নির্মাণ করা জায়িয নয়; মাকরুহ তাহরীমী, অনেকের মতে হারাম।[৫১]

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কবর পাকা করা এবং তার ওপর বসা ও সৌধ তৈরি করা থেকে নিষেধ করেছেন।"[৫২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হি.) (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এ হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, কবরের ওপর যে কোনো ইমারত নির্মাণ করা হারাম।"[৫৩]

সাইয়্যিদুনা জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কবর উঁচু করতে এবং কবরের ওপর ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু, তিনি কবরের ওপর নির্মিত ইমারত ধ্বংস করে দিতে এবং মাটির সাথে সমান করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাইয়্যিদুনা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এরূপ করেছেন।"[৫৪]

যে সমস্ত সমাজ সংস্কারক শির্কের মূলোৎপাটন করে সমাজের সর্বস্তরে মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাওহীদের মর্মবাণী দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে সারাটা জীবন প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে গেছেন, পরবর্তীকালে একশ্রেণির সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী মহল যে সব তথাকথিত পীর জীবিতকালে নিয়মিত নামায-রোযাও পড়ত না, গান-বাজনা করত, গাঁজার কলকিও টানত-এরূপ কোনো লোক মারা যাবার পর তার কবরকে পূজার আস্তানায় পরিণত করেছে। সেখানে লাল শালু কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙায়। রাতের বেলায় চেরাগ-বাতি জ্বালায়। ওরসের নামে গান-বাজনার আসর জমায়। এভাবে ঐসব কবরকে দরগায় পরিণত করে কবরপূজার প্রসার করে চলেছে।

৭. কবর উৎসবস্থলে পরিণত করা : কবরকে কেন্দ্র করে যে কোনোরূপ মেলা, উৎসব ও সমাবেশের আয়োজন করা চরম গর্হিত কাজ ও হারাম। চাই তা কোনো বুজুর্গ লোকের কবর হোক কিংবা সাধারণ লোকের কবর হোক এবং এর নাম চাই ওরস হোক কিংবা ঈসালে সওয়াবের মাহফিল বা অন্য কিছু। এগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় মনে করে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে বরকত ও ফায়েয লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে সেখানে পুনঃপুন গমন করার এবং তাকে মেলা ও উৎসবস্থলে পরিণত করার কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ.

অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! আমার কবরকে প্রতিমা বানিয়ো না, যা পূজা করা হয়।"[৫৫]

বর্তমানে কোথাও কোথাও বিভিন্ন পীর ও বুজুর্গের জন্ম বা মৃত্যু দিবসে, অনুরূপভাবে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্ম বা মৃত্যু দিবসে তাঁদের মাজারে সমবেত হয়ে ওরস বা ঈসালে সওয়াব মাহফিল করার যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তা কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করার শামিল হবে।

৮. ছবি অঙ্কন, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নির্মাণ : ঈমান নষ্টকারী অপর একটি বিষয় হলো ছবি অঙ্কন, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নির্মাণ। এ কারণে ইসলামে প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করা ও ছবি ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে, চাই তা ছায়াদার হোক কিংবা ছায়াবিহীন। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ও ছবি ব্যবহারের ব্যাপারে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেমন-

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় তাঁর ঘরের দরজায় চিত্রাঙ্কন পর্দা দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং পর্দাটি নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, "কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তি ভোগ করবে, যারা এসব চিত্র অঙ্কন করে।"[৫৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ.

---

[৪৯] *সূরা ইউনুস : ১০৬।*
[৫০] *আত্ তিরমিযী- কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ..., হা. ২৪৪০।*
[৫১] *আল-উম্ম- শাফি'য়ী, খণ্ড : ১, পৃ. ৩১৬, শারহু সহীহ মুসলিম- নববী, খণ্ড : ৩, পৃ. ৩৯২।*
[৫২] *সহীহ মুসলিম- প্রাগুক্ত, হা. ১৬১০; আহমাদ- হা. ১৩৬৩৪।*
[৫৩] *নায়লুল আওতার- শাওকানী, খণ্ড : ৬, পৃ. ২৭০।*
[৫৪] *আল মুন্তাকা শারহুল মুওয়াত্তা- বাজী, খণ্ড : ২, পৃ. ৪৫।*
[৫৫] *আল-মুওয়াত্তা- মালিক, কিতাবুন নিদা লিস-সালাত, ৩৭৬।*
[৫৬] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল আদাব, হা. ৫৬৪৪।*

"ফেরেশ্তাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যাতে কুকুর ও (প্রাণীর) ছবি রয়েছে।"[৫৭]

এমন ধরনের ঘরে রহমতের ফেরেশ্তা প্রবেশ করেন না; কিন্তু যে সব ফেরেশ্তা মানুষের 'আমল লিপিবদ্ধ করেন কিংবা মানুষের হিফাযাতে নিয়োজিত থাকেন অথবা রুহ্ কবজ করার জন্য আসেন তাঁরা এর অন্তর্ভুক্ত নন। সবচেয়ে বড় দুঃখের ব্যাপার হলো এক শ্রেণির জাহিল লোক তাদের ঘরে, বাড়ি ও অফিসের দেয়ালে এবং গাড়িতে বিভিন্ন ওলী-বুজুর্গের ছবি বা ছবিসম্বলিত পোস্টার টাঙিয়ে রাখে। তাদের ধারণা এর ফলে ঘরে কল্যাণ ও বরকত নাযিল হবে এবং তারা বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকবে। অথবা অতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শনের জন্যও এরূপ করে থাকে। এটি একটি মারাত্মক বিদ'আত, যা কুফ্র ও শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

"ওদের কোনো নেক্কার লোক মারা গেলে কবরের ওপর তারা মসজিদ (উপাসনালয়) নির্মাণ করত, আর সেখানে সেই নেক্কার লোকের ছবিগুলো অঙ্কন করত। এ সকল লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।"[৫৮]

৯. গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা : আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করা ঈমান নষ্ট হওয়ার একটি কারণ। অনেকের মধ্যে সৃষ্টির নামে (যেমন- রাসূলুল্লাহ [ﷺ], পিতা-মাতা, সন্তান, জীবন, মাথা, রক্ত, আগুন, মাটি, খাবার, কাবা, ইসলাম, ঈমান, জ্ঞান, আমানত ও কোনো বিশিষ্ট লোকের কবর প্রভৃতির নামে) শপথ করার অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত খারাপ রীতি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "খবরদার! আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ একান্ত শপথ খেতে চায়, তবে সে মহান আল্লাহর নামেই শপথ খাবে, নচেৎ চুপ থাকবে।"[৫৯] অন্যত্র বলেন :

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর নামে শপথ করল, সে যেন কুফ্রী করল অথবা শির্ক করল।"[৬০]

১০. অশুভ, অযাত্রায় ও কুলক্ষণে বিশ্বাস করা : কুলক্ষণ ও অযাত্রায় বিশ্বাস করার অর্থ হলো– কোনো কাজ করতে গিয়ে অথবা কোথাও রওনা হতে গিয়ে কোনো কিছু দেখে বা কোনো কথা শুনে কুলক্ষণ বা অশুভ মনে করে সে কাজ না করা বা সফরে না গিয়ে ফিরে আসা। বাড়ি থেকে বের হয়ে খালি কলসি, ভাঙা কলসি দেখল, বাম দিকে পাখি উড়ে যেতে দেখল, মারামারি হতে দেখল, অশোভনীয় কিছু দেখল বা মনে আঘাত লাগার মত কিছু শুনল, আর এগুলোকে অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করা, সফরে গেলে ক্ষতি হবে বলে বিশ্বাস করা। আরব দেশে নিয়ম ছিল, কোথাও তারা রওনা হলে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করত। পাখি ডান দিকে উড়ে গেলে এটাকে শুভ লক্ষণ এবং বাম দিকে উড়ে গেলে এটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করত। এটা তাওহীদের পরিপন্থি। যদি কেউ বিশ্বাস করে- অমুক দিবস, রাত, মাস, তিথি, সময়, বস্তু, দ্রব্য বা ব্যক্তির মধ্যে অশুভ সৃষ্টিকারী কোনো অদৃশ্য ক্ষমতা রয়েছে, তবে তা 'শির্কে আকবর' বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلَاثًا.

"অশুভ বা অযাত্রায় বিশ্বাস করা বা নির্ধারণ করা শির্ক।" রাবী বলেন, (এরূপ বিশ্বাস বা কাজটি যে শির্ক, তা বুঝাবার জন্য) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথাটি তিনবার বললেন।[৬১] অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ.

"সে ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি অশুভ বা অযাত্রা নির্ণয় করে অথবা যে ব্যক্তির জন্য অশুভ বা অযাত্রা নির্ণয় করা হয়।"[৬২]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে, তারা ঐ সমস্ত লোক যারা গায়রুল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁড়-ফুঁক না করে ও ফাল বা খারাপ লক্ষণ গ্রহণ না করে এবং সব ব্যাপারে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে।[৬৩]

১১. আংটি, বালা, তাগা-সুতা, তাবিজ-কবজ ব্যবহার করা : অনেকেই বালা-মুসীবত, রোগ-ব্যাধি ও বদনজর প্রভৃতি থেকে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে তাবিজ-কবজ ও মাদুলি প্রভৃতি ঝুলিয়ে রাখে, চাই তা নিজের বা শিশুর গলায় হোক কিংবা কোনো প্রাণীর শরীরে হোক অথবা বাড়িতে বা গাড়িতে হোক, আবার কেউ কেউ হাতে আংটি ও বালা,

---

[৫৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬০৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৫৬৩৬।*
[৫৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪১৭, ৪২৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১২০৯।*
[৫৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৫৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩৪৬।*
[৬০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫৩৫, তিরমিযী হাসান।*
[৬১] *আবূ দাউদ- হা. ৩৯১২; ইবনু মাজাহ্- কিতাবুত তিব, হা. ৩৫৩৮; সহীহ ইবনু হিব্বান- কিতাবুল আদওয়া, হা. ৬১২২।*
[৬২] *আল-মুসনাদ- বাযযার, হা. ৩৫৭৮; আল-মু'জামুল আওসাত- তাবারানী, হা. ৪৮৪৪ ও আল-মু'জামুল কাবীর- হা. ৩৫৫।*
[৬৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০২২।*

তাগা-সূতা প্রভৃতিও পরে থাকে। কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, দুধের গাভি ও নবজাতক বাচ্চার গলায় জুতা ও জালের টুকরো ঝুলানো হয়। ইসলামী শরী'আতে এরূপ বিশ্বাস ও কাজের কোনোই ভিত্তি নেই। উল্লেখ্য, আংটি, বালা, তাগা-সূতা ও তাবিজ-কবজ প্রভৃতি বালা-মুসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিংবা তা প্রতিহত করার কোনোই যথার্থ উপকরণ নয়। না শরী'আত তা যথার্থ উপকরণরূপে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে, না তা মানবীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সুপ্রমাণিত। অতএব, যদি এগুলোকে বালা-মুসীবত বা রোগ-ব্যাধি দূরীকরণের সরাসরি ক্রিয়াকারী উপকরণ মনে করা হয়, তাহলে তা শির্‌কে আকবারের পর্যায়ভুক্ত হবে। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি পিতলের বালা দেখতে পেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন– "এটা কী?" সে বলল, مِنَ الْوَاهِنَةِ "এটা দুর্বলতাই বৃদ্ধি করবে। এটা খুলে ফেলো। কেননা, এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তুমি কখনো সফলকাম হতে পারবে না।"[৬৪]

'উরওয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনৈক ব্যক্তির হাতে জ্বর নিবারণের তাগা দেখতে পেলেন। তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

"তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুশরিক।"[৬৫]

১২. কাউকে শাহানশাহ, রাজাধিরাজ ও মহাবিচারক বলা : মানুষ নির্দিষ্ট কিছু একটার বা কোনো নির্দিষ্ট ভূমির মালিক, এমনকি কোনো রাজ্যেরও মালিক হতে পারে; তবে সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক, সারা পৃথিবীর একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ "সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর জন্যই, অর্থাৎ- তিনিই হলেন সমগ্র পৃথিবীর মালিক।"[৬৬]

তিনি আরও বলেন, ﴿مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ "সমস্ত রাজ্যের মালিক।"[৬৭]

সুতরাং 'রাজাধিরাজ' 'শাহানশাহ' ও 'মহাবিচারক' প্রভৃতি নাম আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য শোভনীয় নয়। কেননা, তাওহীদের দাবিই হলো যে, তিনিই হলেন এ ধরনের গুণে গুণান্বিত একমাত্র সত্তা। অতএব, এ ধরনের নামে নামকরণ করা একমাত্র তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে ঘৃণিত, যার নাম রাখা হয়েছে শাহানশাহ, রাজাধিরাজ। অথচ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মালিক অর্থাৎ- রাজা বা শাহ নেই।"[৬৮]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, একমাত্র আল্লাহই হলেন মহাধিপতি। এ ধরনের নাম মানুষের জন্য রাখার অর্থ হলো মহান আল্লাহর জন্য যা নির্ধারিত, তা নিজের জন্য গ্রহণ করা বা দাবি করা। কেননা, পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য তো একমাত্র মহান আল্লাহর। মানুষকে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সে অমুক জিনিসের মালিক; প্রত্যেক জিনিসের নয়, অথবা সে অমুক দেশের বাদশাহ বা রাজা; সমস্ত বিশ্বের নয়। এ জন্য তাওহীদের দাবি হলো– সৃষ্টির মধ্যে কাউকে শাহানশাহ ও রাজাধিরাজ প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা যাবে না। উল্লেখ্য, এরূপ বিশ্বাস মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ধারনার পরিপন্থি ও প্রকাশ্য শির্‌ক। যদি কেউ এরূপ বিশ্বাস ও ধারণা থেকে তাঁদেরকে 'শাহ' নামে আখ্যায়িত করে, তবে তা বড় শির্‌করূপে গণ্য হবে।[৬৯]

পরিশেষে বলা যায়, যে কোনো বড় পাপ ও আল্লাহর অবাধ্যতা সত্যিকার ঈমানের সাথে যায় না। বান্দা যে মাত্র কোনো জঘন্য পাপ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায়। কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়, বান্দার যাবতীয় কার্যকলাপ কেবল তখনই আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়, যখন তা সঠিক 'আক্বীদার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়। যদি 'আক্বীদাহ্ সহীহ না হয়, তাহলে তার ভিত্তিতে সম্পাদিত কার্যকলাপ বিফলে যেতে পারে, এর কোনো প্রতিদান আখিরাতে আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"যে কেউ ঈমানের সাথে কুফ্‌রী করবে, তার (সকল) কাজই বিফলে যাবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৭০] ☒

---

[৬৪] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২০০০০।*

[৬৫] *সূরা ইউসুফ : ১০৬; তাফসীরুল কুরআনিল আযীম- ইবনু কাসীর, খণ্ড : ৪, পৃ. ৪১৮; আল-গুনইয়াতু...- খাত্তাবী, পৃ. ১৪।*

[৬৬] *সূরা আল আ'রাফ : ১২৮।*

[৬৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২৬।*

[৬৮] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল আদাব, হা. ৫৮৫২, ৫৮৫৩; সহীহ মুসলিম- কিতাবুল আদাব, হা. ৫৭৩৪।*

[৬৯] *উসূলুল ঈমান- ড. আহমদ আলী, ঢাকা : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ২০২৩, পৃ. ৩২৪।*

[৭০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫।*

ইস্‌রা ও মি'রাজ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর এক বিস্ময়কর মু'জিযাহ্

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের★

[দ্বিতীয় পর্ব]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবনে মি'রাজের ঘটনা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো ঘটনাও বটে। তবে এ ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থান উল্লেখ রয়েছে। যেমন- সূরা বানী ইসরাঈল-এর শুরুতেই ইস্‌রার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়। তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য।"[৭১]

আবার সূরা আন্ নাজ্‌ম-এও ৫-১৮ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা মি'রাজ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অবর্ণনীয় দর্শনের কথা ১২-১৮ নং আয়াতে বলেন,

﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ○ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ○ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ○ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ○ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ○ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ○ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

"সে যা দেখেছে সে বিষয়ে তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? অবশ্যই সে [অর্থাৎ- নবী (ﷺ)] তাকে [অর্থাৎ- জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে] আরেকবার দেখেছিল শেষসীমার বরই গাছের কাছে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। যখন গাছটি যা দিয়ে ঢেকে থাকার তা দিয়ে ঢাকা ছিল, (যার বর্ণনা মানুষের বোধগম্য নয়), (নবীর) দৃষ্টি ভ্রমও ঘটেনি, সীমা ছাড়িয়েও যায়নি। সে তার প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিল।"[৭২]

দেখুন : আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় দানা বাঁধতে না পারে তার জন্য পবিত্র কুরআনের মধ্যে দুই-দুইটি সূরার মাধ্যমে ইস্‌রা এবং মি'রাজ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসূল (ﷺ) যে, স্বয়ং জাগ্রত অবস্থায় ঊর্ধ্বগমন করেছিলেন সেটির ক্ষেত্রেও সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। তবে মানুষের মনের মধ্যে সর্বদা একটা কৌতুহল ঘুরপাক দেয় যে, রাসূল (ﷺ) যখন আল্লাহ সুবাহানাহূ ওয়া তা'আলার আহ্বানে ৭ম আসমান পর্যন্ত গিয়েছিলেন তখন কি তিনি স্বচক্ষে মহান সেই প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে দেখেছিলেন?

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! আমি মনে করি এ কৌতুহলের নিরসন করেছেন স্বয়ং বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সহধর্মীনি। যার কোলের মধ্যে মাথা রেখে তিনি এ বিশ্ব ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছিলেন সেই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বিশিষ্ট তাবেয়ী মাসরুক (রহিমাহুল্লাহ) একদিন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ (ﷺ) কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন? তিনি জবাবে বললেন : সুবহানাল্লাহ! তোমার কথা শুনে আমার পশম দাঁড়িয়ে গেছে; তুমি কোথায় রয়েছ? যে তোমাকে তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যথা-

(১) যে তোমাকে বলবে মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছে সে মিথ্যা বলবে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াত পাঠ করলেন–

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾

"দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না; বরং তিনিই সকল দৃষ্টি নাগালে রাখেন, তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।"[৭৩] অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ﴾

★ *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৭১] *সূরা বানী ইসরাঈল : ১।*

[৭২] *সূরা আন্ নাজ্‌ম : ১২-১৮।*

[৭৩] *সূরা আল আন'আম : ১০৩।*

"কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন ওয়াহীর মাধ্যম বা পর্দার আড়াল বা কোনো দূত প্রেরণ ছাড়া। অতঃপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে সে (মনোনীত মানুষের কাছে) ওয়াহী করে যা তিনি (আল্লাহ) চান। তিনি সুমহান ও মহাবিজ্ঞানী।"[৭৪]

(২) যে তোমাকে বলবে যে, সে আগামী দিনের খবর জানে তাহলে সে মিথ্যা বলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জরায়ুতে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, কেউ জানে না কোন্ জায়গায় সে মরবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক অবহিত।"[৭৫]

(৩) যে বলবে মুহাম্মাদ (ﷺ) শরীয়তের কোনোকিছু গোপন করেছেন তাহলে সে মিথ্যা বলবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো, যদি না করো তাহলে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলে না। মানুষ হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে কক্ষনো সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"[৭৬]

তবে মি'রাজে যেয়ে রাসূল (ﷺ) জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দুইবার দেখেছিলেন স্বচক্ষে। যার প্রমাণ আল কুরআনুল মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾

"তাকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী।"[৭৭]

অর্থাৎ- নবী (ﷺ)-এর নিকট ওয়াহী নিয়ে আগমন করেছেন জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)। যিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীনভাবে খুবই শক্তিশালী তিনি আল্লাহ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়নে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ওয়াহী যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে অক্ষম। শয়তান তাঁর থেকে কিছু ওয়াহী ছিনিয়ে নেবে বা কিছু প্রবেশ করিয়ে দেবে তার প্রতিরোধকারী।[৭৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾

"অতঃপর সে (নবী [ﷺ]-এর) নিকটবর্তী হলো, অতঃপর আসলো আরো নিকটে।"[৭৯]

জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) রাসূল (ﷺ)-এর নিকটবর্তী হলেন, এত নিকটবর্তী যেন উভয়ের মাঝে দু'ধনুক বা তার থেকে আরও কম ব্যবধান। এ সময় জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে রাসূল (ﷺ) তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾

"(নবীর) অন্তঃকরণ মিথ্যে মনে করেনি যা সে দেখেছিল।"[৮০]

অর্থাৎ- নবী (ﷺ) জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন যে, তার ছয়শত ডানা রয়েছে। তাঁর প্রসারিত ডানা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল। এ দর্শনকে নবী (ﷺ)-এর অন্তর মিথ্যা মনে করেনি; বরং আল্লাহ তা'আলার এ বিশাল ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর ছয়শত ডানা আছে। প্রত্যেক ডানা যেন ঊর্ধ্ব আকাশ ঢেকে নিয়েছে। তাঁর ডানা থেকে মনিমুক্তা ঝড়ে পড়ছিল।[৮১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

"অবশ্যই সে (অর্থাৎ- নবী [ﷺ]) তাকে (অর্থাৎ- জিব্‌রা-ঈল [আলাইহিস সালাম]-কে) আরেকবার দেখেছিল।"[৮২]

আর তা ছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকট –যা সপ্তম আকাশের উপরে। আর এটিই শেষ সীমানা, এর উপরে

---

[৭৪] *সূরা আশ্ শূরা- : ৫১।*
[৭৫] *সূরা লুক্বমা-ন : ৩৪।*
[৭৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৬৭।*
[৭৭] *সূরা আন্ নাজ্‌ম : ৫।*
[৭৮] *তাফসীরে সা'দী।*
[৭৯] *সূরা আন্ নাজ্‌ম : ৮।*
[৮০] *সূরা আন্ নাজ্‌ম : ১১।*
[৮১] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৩৭৪৮, সহীহ।*
[৮২] *সূরা আন্ নাজ্‌ম : ১৩।*

কোনো ফেরেশ্‌তা যেতে পারে না। এখানেই রয়েছে "জান্নাতুল মা'ওয়া"। এখানেই আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম) বসবাস করেছিলেন। আবার কেউ বলেছেন, জান্নাতী আত্মাসমূহ এখানে এসে জমা হয়।[৮৩]

সুতরাং নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) যে, জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে দু' দু'বার তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ পবিত্র কুরআনই তার জলন্ত প্রমাণ।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মি'রাজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের সময় জান্নাত এবং জাহান্নামে বিভিন্ন পাপ ও পুন্যের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও পুরস্কার দেখানো হয়েছিল। এক পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর সুগন্ধের ঘ্রান লাভ করেন। তিনি জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে বলেন, এটি কিসের সুঘ্রান। জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন, এ হলো ফিরাউনের কন্যার চুল আঁচড়ানো দাসী ও তার সন্তানদের সুগন্ধ। দাসীটি ঈমানদার ছিল। একবার চুল আঁচড়ানোর সময় চিরুনী মাটিতে পড়ে গেলে সে "বিস্‌মিল্লা-হ" বলে তা তুলে নেয়। তখন ফিরাউন কন্যা বলে, আমার পিতার নাম নিয়েই না সকল কর্ম শুরু করতে হবে। দাসীটি বলে, তোমার, আমার ও তোমার পিতার রব আল্লাহর নামে। ফিরাউন কন্যা ক্রোধান্বিত হয়ে তার পিতাকে বিষয়টি জানায়। তখন ফিরাউন উক্ত দাসীকে তাওহীদ ত্যাগ করতে চাপ দেয়। কিন্তু দাসীটি তাঁর ঈমানের উপর অটল থাকে। ফলে ফিরাউন এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাকে এবং তার সকল সন্তানকে একে একে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। শেষ পর্যন্ত তার কোলের একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও আগুনে ফেলতে চাইলে মায়ের মন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তখন শিশুটিকে আল্লাহ তা'আলা কথা বলার শক্তি দেন এবং মাকে বলে, তুমি তো সত্যের উপর রয়েছ। দাসীটি তখন শিশুটিকে নিয়ে আগুনকে বরণ করে নেয়। তাই আল্লাহ আখিরাতে তাদের এরূপ মহান মর্যাদা দিয়েছেন। ঘটনাটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি যখন জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন, তখন দেখেন অধিকাংশ জান্নাতীরা দরিদ্র, গরিব লোকেরা আর অধিকাংশ জাহান্নামীরা হলেন মহিলাগণ।

রাসূল (ﷺ) প্রভাতের দিকে মক্কায় ফিরে আসেন। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি সারাত কোথায় ছিলেন? আমি রাত্রি বেলায় আপনাকে খুঁজেছিলাম, কিন্তু পায়নি। তিনি তাঁকে মি'রাজের কথা জানান। শুনে আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আবূ জাহল ও অন্যান্য কাফিরগণ কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না; বরং বলতে লাগলেন এটি একটি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ হিসেবে তারা বলতে লাগল, যেখানে মাসাধীককাল সময় লাগে জেরুজালেমে, তথা বাইতুল মাকদাসে পৌঁছাতে সেখানে একটি রাতের কিছু অংশের মধ্যে ঘুরে আসলেন, এটি ডাহা মিথ্যা। এ ব্যাপারে জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত সহীহুল বুখারী'র হাদীসটিই যথেষ্ট মনে করি। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, যখন কুরাইশরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল তখন আমি একটি পাথরের উপর উঠে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ আমার জন্য বাইতুল মাকদাস উন্মুক্ত করে দিলেন। আর আমি তা দেখছিলাম এবং তার নিদর্শন সম্পর্কে তাদেরকে বলতে লাগলাম।[৮৪]

এক পর্যায়ে তিনি দেখেন কিছু মানুষ শয়ন করে রয়েছে এবং বিশাল পাথর দিয়ে তাদের মাথা চুর্ণবিচুর্ণ করে দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথাগুলো পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় আবার আঘাত করা হচ্ছে, জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন, এরা হলো আপনার উম্মাতের ঐ সকল মানুষ যারা ফর্‌য সালাত যথাসময়ে আদায় করে না; যাদের মস্তিষ্ক ফর্‌য সালাত আদায়ের চিন্তা না করে অন্য চিন্তায় রত থাকে।

এভাবে তিনি ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণকারী, গীবতকারী, মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী, ব্যভিচারী ও অন্যান্য পাপিদের কবরের ও জাহান্নামের শাস্তির প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর যিক্‌র, তাহাজ্জুত, তাহিয়্যাতুল ওযূ, মহান আল্লাহর পথে জিহাদ ও অন্যান্য 'ইবাদতের পুরস্কারও প্রত্যক্ষ করেছেন।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! দেখুন রাসূল (ﷺ)-এর মি'রাজের অন্যতম নিয়ামত হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ফর্‌য সালাত। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়তম রাসূল (ﷺ)-কে দীনের যত আহকাম সবই ওয়াহীর মাধ্যমে জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) দুনিয়াতেই দিয়ে গেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সালাত। কারণ আল্লাহ তাঁর রাসূল

[৮৩] *তাফসীরে ফাতহুল কাদীর।*

[৮৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭১০।*

(ﷺ)-কে নিজের সান্নিধ্যে নিয়েই তার উম্মাতের জন্য এ মহান নিয়ামত প্রদান করেছেন। সে জন্য সালাতকে গ্রহণ করলে মি'রাজের হাদিয়া গ্রহণ করা হবে।

দেখুন, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাঁর "বান্দা"কে মি'রাজে নিয়েছিলেন। আর "বান্দা" বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে "বান্দা" বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত জাগ্রত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে; ঘুমন্ত মানুষের আত্মাকে কখনো "বান্দা" বলা হয়নি। তাই অগণিত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, মি'রাজ জাগ্রত অবস্থাতেই হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ আলৌকিক নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহন অসম্ভব নয়। মি'রাজের ঘটনাবলীর মধ্যে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক মু'জিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা।

পরিশেষে বলতে চাই, ইস্‌রা ও মি'রাজের শিক্ষা অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে কুরআনুল কারিমের "সূরা ইস্‌রা" অধ্যায়ন করা প্রয়োজন। এ সূরাকে বানী ইস্‌রা-ঈলও বলা হয়। এ সূরায় ইস্‌রা ও মি'রাজের বিষয়ে উল্লেখসহ আল্লাহ এই পৃথিবীতে যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদের শাস্তি, শির্‌কমুক্ত তাওহীদের গুরুত্ব, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, দারিদ্র ও অন্যান্য মানুষের অধিকার পালনের গুরুত্ব, ব্যভিচার, হত্যা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ, ওজনে কম দেওয়া, খাবনাভিত্তিক মতামত প্রকাশ, অহংকার করা ইত্যাদির মহাপাপের ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং রাসূল (ﷺ)-কে এ ধরনের পাপের শাস্তিও প্রদর্শন করানো হয়েছে। সে জন্য এ সকল বিষয়ে যথাযথ অনুধাবন ও পর্যালোচনা অতীব প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

মাদ্‌রাসা আল মা'হাদ আল ইসলামী

গোলপুকুর পাড়, ময়মনসিংহ-২২০০।

জরুরি নিয়োগ (বালক ও বালিকা শাখা)

মাদ্‌রাসা আল মা'হাদ আল ইসলামী'র (বালক ও বালিকা শাখায়) নিম্নবর্ণিত পদসমূহের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। অতিসত্বর দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্র. নং	পদের নাম	বিষয়	পদ সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	চাকরির ধরণ	বেতন
১	অধ্যক্ষ		০১	দাওরায়ে হাদীস, কামিল, মাদানী (৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)	আবাসিক	আলোচনা সাপেক্ষ
২	সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা	আরবি	পুরুষ : ০২, মহিলা : ০২	দাওরায়ে হাদীস, কামিল	আবাসিক	আলোচনা সাপেক্ষ
৩	সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা	জেনারেল (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান)	পুরুষ ও মহিলা প্রতি বিষয়ে ২ জন করে	স্নাতক/স্নাতকোত্তর (সুন্দর হাতের লেখা আবশ্যক)	আবাসিক	আলোচনা সাপেক্ষ
৪	হিফজ শিক্ষক/শিক্ষিকা	হিফজ	পুরুষ : ০২, মহিলা : ০২	হুফফাজ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও মশকে পারদর্শী (দাখিল পাস/সমমান)	আবাসিক	আলোচনা সাপেক্ষ
৫	বাবুর্চি	-	০২	প্রযোজ্য নয়	আবাসিক	আলোচনা সাপেক্ষ

আবেদনের শর্তাবলী : ➢ আবশ্যই সালাফী 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজের একনিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে।

➢ আবেদন পত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সার্টিফিকেট, NID কার্ড-এর ফটোকপি, সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি)-সহ আবেদন করার জন্য আহ্বান করা হলো।

➢ প্রার্থী যাচাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের/নিয়োগ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধন্যবাদান্তে– সেক্রেটারি, নির্বাহী কমিটি

মাসজিদ মুবারক ও মাদ্‌রাসা আল মা'হাদ আল ইসলামী

গোলপুকুর পাড়, ময়মনসিংহ। ✆ ০১৭৫১-৮২১৪৩৪, ০১৭১২-০৮২৩৫১, ০১৯২১-৯৮৮৭৮২

রমাযানের পূর্বপ্রস্তুতি যেমন হওয়া প্রয়োজন

–আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

ভূমিকা : রমাযান মাস পবিত্র কুরআন নাযিলের মাস। ক্ষমা, রহমত ও মুক্তির অনন্য বার্তা নিয়ে শ্রেষ্ঠ মাস রমাযান আমাদের নিকটে প্রায় সমাগত। এ মাসের 'ইবাদতের মর্যাদা অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক। প্রত্যেক মু'মিনের হৃদয় এই মহা সম্মানিত মাসের অপেক্ষায় সদা উদগ্রিব থাকে। এ মাসে মু'মিন বান্দারা যাতে সুন্দর ও নিরাপদে 'ইবাদত-বন্দেগি করতে পারে, সেজন্য শুধুমাত্র এ মাসে দুষ্ট জীনদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। অথচ আমরা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া এ মাসে পদার্পণ করে অলসতা, অবহেলায় অতিবাহিত করি। সুন্দরভাবে ও 'ইবাদতের মাধ্যমে মহিমান্বিত রমাযান মাসকে অতিবাহিত করতে পূর্ব প্রস্তুতির বিকল্প নেই। তাই আজকের প্রবন্ধে 'রমাযানের পূর্বপ্রস্তুতি যেমন হওয়া প্রয়োজন' এ শিরোনামে আলোচনা করা হলো।

রমাযানের পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ–

১. রমাযান মাসব্যাপী 'ইবাদতের দৃঢ় সংকল্প করা : যে কোনো কাজে সফলতার পূর্বশর্ত হলো সেই বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করা। আর 'ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য খালেস নিয়তের বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. 'নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।'[৮৫]

২. রমাযানের সিয়াম ত্রুটিমুক্তভাবে পালনের খালেস নিয়ত করা : যে কোনো কাজের পূর্ণ ফলাফল পেতে কাজটি ত্রুটিমুক্ত হওয়া যেমন জরুরি। ঠিক তেমনি সিয়াম পালনের মাধ্যমে জীবনের সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা পেতে সিয়াম ত্রুটিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

'যে ব্যক্তি সিয়াম রেখে মিথ্যা কথা, কাজ এবং মুর্খতা পরিত্যাগ করতে পারল না, তার সিয়াম রেখে শুধুমাত্র পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'[৮৬]

৩. রমাযান মাস আসার আগেই বেশি বেশি তাওবাহ্-ইস্তেগফার করে সম্পূর্ণভাবে গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া : আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে পাপী বান্দাদের জন্য রমাযান মাস পাওয়া আর না পাওয়া সমান। তাই এ মাস আসার আগেই আল্লাহর কাছে খালেস তাওবাহ্ করা। যাতে রমাযান মাসটি তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং 'ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত, তাওবাহ্-ইস্তেগফার করে গুনাহ থেকে ফিরে আসা। আল্লাহ বলেন–

﴿وَاللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ﴾

"আল্লাহ চান তোমরা তার কাছে তাওবাহ্ করো।"[৮৭]

রাসূল (ﷺ) বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

'হে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহর নিকটে তাওবাহ্ করো; কারণ, আমি তাঁর কাছে দিনে একশতবার তাওবাহ্ করি।'[৮৮] তিনি আরো বলেন–

وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

'আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন মহান আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করে থাকি।'[৮৯] রাসূল (ﷺ)-এর পূর্বাপর সব গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ এরপরও তিনি প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ তাওবাহ্ করেন। সুতরাং আমাদেরকেও গুনাহ থেকে অধিকহারে তাওবাহ্ করা প্রয়োজন।

৪. রমাযানের প্রস্তুতি হিসেবে শা'বান মাস থেকেই সিয়াম রাখা : মহিমান্বিত রমাযান মাসে সফলতা লাভ করতে হলে শা'বান মাস থেকেই নেক 'আমল আরম্ভ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শা'বান মাসে অধিক হারে সিয়াম পালন করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ﷺ) اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ.

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একাধারে (এত অধিক) সিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশি) সিয়াম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা

---

* *অধ্যয়নরত, 'আক্বীদাহ্ ও দা'ওয়াহ বিভাগ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব। দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।*

[৮৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১।*

[৮৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৩।*

[৮৭] *সূরা আন্ নিসা : ২৭।*

[৮৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭০২।*

[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩০৭।*

বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) সিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূল (ﷺ)-কে রমাযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোনো মাসে এতো অধিক (নফল) সিয়াম পালন করতে দেখিনি।'[৯০]

৫. বিগত রমাযানের কাযা সিয়াম থাকলে তা আদায় করে নেওয়া : বিভিন্ন ওযর থাকার কারণে অনেকের সিয়াম কাযা হতে পারে। নানা ব্যস্ততার কারণে যা আদায় করা হয়নি। রমাযানের পূর্বে শা'বান মাসের মধ্যেই তা আদায় করে নিতে হবে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন–

كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.

"আমার উপর বিগত রমাযানের রোযা বাকি থাকলে শা'বান মাসে ছাড়া আমি তা আদায় করতে পারতাম না।"[৯১]

হাফেয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র শা'বান মাসে কাযা রোযা আদায় পালনে সচেষ্ট হওয়া থেকে বিধান গ্রহণ করা যায় যে, রমাযানের কাযা রোযা পরবর্তী রমাযান আসার আগেই আদায় করে নিতে হবে।"[৯২]

৬. রমাযানের গুরুত্ব ও ফযীলত অনুধাবন করা : মহান আল্লাহর অশেষ রহমতের বার্তা নিয়ে রমাযান আগমন করে। 'ইবাদত করার পূর্বে রমাযানের গুরুত্ব ও ফযীলত অনুধাবন করতে হবে, তাহলে 'ইবাদতে তৃপ্তি পাওয়া যাবে। রাসূল (ﷺ) বলেন–

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

'যখন রমাযান মাস আসে, তখন রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।'[৯৩]

এছাড়া রমাযান অশেষ ফযীলতপূর্ণ মাস। এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মাসেই লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে, যা হাজার মাস 'ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এ মাসে বহু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ মাসের সিয়াম ও ক্বিয়ামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং এ মাসের ফযীলতের দিকগুলো অনুধাবন করে সে অনুযায়ী পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে।

৭. রমাযান সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া : রমাযান সম্পর্কিত নানা মাসআলা- মাসেয়েল জেনে নেওয়া উচিত। যাতে রমাযানের সিয়াম ত্রুটিমুক্ত হয় এবং নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট থেকে বাঁচা যায়। যেমন- সফরকালে সিয়াম ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ, ভুলবশত খেলে সিয়াম ভঙ্গ না হওয়া, প্রবল ঘুমের কারণে সাহারী খেতে না পারলেও সিয়াম সিদ্ধ হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কারণে সিয়াম ভঙ্গ না হওয়া ইত্যাদি মাসআলা জানা থাকলে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৮. রমাযান মাসে কুরআন শিক্ষা ও অধিকহারে তিলাওয়াত করার পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া : রমাযানে মাসে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির সংবিধান কুরআন নাযিল করেছেন। তাই এ মাসে কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং যারা পারে না, তারা রমাযানের পূর্বেই তিলাওয়াত শিখে নিবে। যারা অল্প পারে, তারা বেশি পারার জন্য পূর্ব থেকেই চর্চা শুরু করবে। আর যারা ভালোভাবে পারে, তারা কুরআনের অর্থ জানা ও বুঝার চেষ্টা করবে। আর যারা কুরআনের অর্থ মোটামোটি জানে তাদের কুরআনের ব্যাখ্যা, তাফসীর ও গবেষণার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যেন প্রতিটি মু'মিনের রমাযান হয় কুরআনময়। রবের কালাম নিয়েই কেটে যায় যেন বরকতপূর্ণ কুরআনের এই মাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ﴾

"রমাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।"[৯৪]

৯. রমাযানের আগমনে খুশী হওয়া : রমাযান মাস পাওয়াটা একজন মুসলিমের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত। যেহেতু রমাযান কল্যাণের মৌসুম। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত এ নিয়ামত লাভের সুযোগ পেয়ে মু'মিন হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ বলেন–

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ﴾

"বলো, আল্লাহর এই দান (কুরআন) ও তাঁর রহমতের (ইসলামের) কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এটি তারা যা কিছু সঞ্চয় করেছে সেসব থেকে অনেক উত্তম।"[৯৫]

---

[৯০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৬৯, ১৯৭০।*
[৯১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫০; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৪৬।*
[৯২] *ফাতহুল বারী- ৪/১৯১।*
[৯৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০৭৯।*
[৯৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*
[৯৫] *সূরা ইউনুস : ৫৮।*

রাসূল (ﷺ) বলেন–

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হয়। যখন ইফতার করে তখন সে আনন্দিত হয়। আর যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার সওমের কারণে আনন্দিত হবে।[৯৬]

নেকী অর্জনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই আনন্দকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরি।

১০. 'ইবাদতের জন্য রমাযানের পূর্বেই ঝামেলামুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা : প্রতিটি মানুষের কিছুনা কিছু ঝামেলা/পেরেশানী থাকে। বাড়িঘর, জমাজমি, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাসহ বিভিন্ন ধরণের ঝামেলা বা ব্যস্ততা থাকতে পারে। তাই 'ইবাদতের সুবিধার্থে রমাযান আসার আগেই ঝামেলা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা এবং 'ইবাদতের জন্য যথাসম্ভব ফারেগ হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ.

'হে বানী আদম! তুমি আমার 'ইবাদতের জন্য ঝামেলা মুক্ত হও, আমি তোমার অন্তরকে সচ্চলতা দিয়ে ভরে দিবো। তোমার অভাব দূর করে দিবো।'[৯৭]

১১. নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখার দৃঢ় সংকল্প করা : মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। মন্দের প্রতি মানুষের উৎসাহ-আগ্রহ কাজ করে। আল্লাহ বলেন– ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ "নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ।"[৯৮] অপরদিকে শয়তান সর্বদা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। আল্লাহ শয়তানের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেন–

﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

"আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব।"[৯৯]

সুতরাং 'ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হলো মানুষের নফসে আম্মারা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা। এই মাসে যদিও শয়তান শৃংখলিত থাকে তবুও ষড়রিপুর তাড়নায় মানুষ অন্যায় ও পাপ করে বসে। অনেক সময় নিজেকে 'ইবাদতে মশগূল রাখতে পারে না। তাই এই বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন হয়ে তা মোকাবেলা করতে হবে।

[৯৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৪।*
[৯৭] *আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৬৬; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১০৭।*
[৯৮] *সূরা ইউসুফ : ৫৩।*
[৯৯] *সূরা সোয়াদ : ৮২।*

১২. পূর্ববর্তী রমাযানের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করত দৃঢ় সংকল্প : রমাযানের ফযীলত লাভ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। 'ইবাদতের মাধ্যমে রমাযানে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে না পারলে তা হবে চরম ব্যর্থতা। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন–

صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِيْنَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فَقَالَ آمِيْنَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ آمِيْنَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِيْنَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِيْنَ فَقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِيْنَ فَقُلْتُ آمِيْنَ.

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিনবার 'আমীন' বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্‌রা-ঈল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হলো না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন'! ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্‌রা-ঈল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অথচ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বলা হলো, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। অতঃপর সে মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বলো– আমীন। আমি বললাম, আমীন'![১০০] অন্যত্র তিনি বলেন–

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

[১০০] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৪০৯।*

'তোমাদের জন্য রমাযানের বরকতময় মাস এসেছে। এ মাসে সিয়াম রাখা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ফর্‌য করে দিয়েছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের সব দরজা। এ মাসে বিদ্রোহী শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে অবশ্যই প্রত্যেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত রইল।'[১০১]

সুতরাং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না হয়ে এবং রমাযানে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে না পারার ব্যর্থতা ঘোচাতে রমাযানে সাধ্যমত 'ইবাদত-বন্দেগী, যিক্‌র-আযকার ও তাসবীহ, তিলাওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ নেকীর হক্বদার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

১৩. মহান আল্লাহর নিকটে তাওফীক্ব কামনা করে দু'আ করা ও কঠোর পরিশ্রম করা : রমাযানে সিয়াম পালন ও ফর্‌য সালাত সহ অধিক নফল সালাত আদায় করার চেষ্টা করা এবং এজন্য মহান আল্লাহর নিকটে তাওফীক্ব কামনা করতে হবে। কেননা এ মাসে বেশি বেশি সিয়াম-ক্বিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। ত্বালহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, দু'ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসলো। তারা ছিল খাঁটি মুসলমান। তাদের একজন ছিল অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হলো এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেল। ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এসে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। সে পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। পরে সে আমার নিকট ফিরে এসে বলল, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার পালা পরে। সকাল বেলা ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত ঘটনা লোকেদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হলো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কানে গেল এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন, কি কারণে তোমরা বিস্মিত হলে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিধর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করল! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে একটি রমাযান মাস পেয়েছে, সিয়াম রেখেছে এবং এক বছর যাবত এই এই সালাত কি পড়েনি? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আসমান-যমীনের মধ্য যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান।'[১০২]

উপরোক্ত ফযীলত লাভ করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক্ব ও সাহায্য চাইতে হবে। সেই সাথে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজে সফল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

১৪. রমাযানের পূর্বেই পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ মীমাংসা করে নিতে হবে : রমাযানে আল্লাহ অনেক মানুষকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যাদের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদ আছে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে নেয়। রাসূল (ﷺ) বলেন–

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوْا هَذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

'সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয় এ শর্তে যে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করবে না। আর সে ব্যক্তি এ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, যে কোনো মুসলিমের সাথে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে। ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হয় যে, এদের অবকাশ দাও, যেন তারা পরস্পর মীমাংসা করে নিতে পারে।'[১০৩]

১৫. স্ত্রী-পুত্রসহ পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে বসে রমাযানের মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করা এবং ছোটদেরকেও সিয়াম পালনে উদ্বুদ্ধ করা : রমাযান মাস আসার আগেই নিজের প্রস্তুতির সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদেরকেও বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল, রমাযানের গুরুত্ব ও ফযীলত, করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে অবহিত করা। আর ছোটদেরকেও 'ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করা। সম্ভব হলে ছোটদেরকে সাথে সাথে রেখে প্র্যাকটিকেলি শিক্ষা দেওয়া। আল্লাহ বলেন–

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

[১০১] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২১০৬।*

[১০২] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৪০৪, সহীহ।*

[১০৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৬৫।*

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।"[১০৪] ইবনু সিরীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন–

يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ.

'যখন বাচ্চারা ডান বাম চিনতে শিখে তখন নামাযের নির্দেশ দিতে হবে, আর যখন সিয়াম রাখতে (না খেয়ে থাকতে) সক্ষম হবে তখন থেকে সিয়াম রাখার নির্দেশ দিতে হবে।'[১০৫] তাই নয় বছর থেকে বাচ্চাদের সিয়াম রাখার অভ্যাস করানো উচিত।

১৬. রমাযানে পড়াশোনার জন্য কিছু ইসলামী বই সংগ্রহ করা অথবা মসজিদের ইমামকে হাদিয়া দেওয়া : কুরআন পড়ার পাশাপাশি ইসলামী বই, হাদীস পড়তে পারেন, যা আপনার 'ইবাদতে সহায়ক হবে অথবা মসজিদের ইমামকেও হাদিয়া দিতেন, তাহলে সাদাক্বায়ে জারিয়া হিসেবে সওয়াব পেতে পারেন। রাসূল (ﷺ) বলেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

'প্রত্যেক মুসলিমের উপর 'ইল্‌ম অর্জন করা ফর্‌য।'[১০৬]

১৭. বিগত রমাযানের অসমাপ্ত 'ইবাদতগুলো চিহ্নিত করা : রমাযান মাস আসার আগে বিগত রমাযানের নেক 'আমলগুলো করতে না পারার কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। যেমন- ☞ কেন নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করা হয়নি? ☞ কেন তারাবিহ পড়া হয়নি? ☞ কেন দান-খয়রাত করা হয়নি? ☞ কেন ইতি'ক্বাফ করা হয়নি? ☞ কেন সায়িমকে ইফতার করানো হয়নি? ☞ কেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সঙ্গে আদায় করা সম্ভব হয়নি? ☞ কেন কুরআন-সুন্নাহর আলোচনায় বসা হয়নি? ☞ কেন রমাযানে পরিবারের লোকদের হক্ব আদায় করা হয়নি? ☞ কেন রমাযানে পাড়া-প্রতিবেশি বা আত্মীয়দের হক্ব আদায় করা হয়নি?

এ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে নেওয়া। এ বছর রমাযান আসার আগে আগে চিহ্নিত কারণগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখলে কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ করলে কল্যাণকর সব নেক 'আমল করার প্রস্তুতি গ্রহণ সম্ভব হবে।

১৮. রমাযান মাসের চাঁদের অনুসন্ধান করা : শা'বান মাসের শেষ দিকে রহমতের মাস রমাযানের নতুন চাঁদা দেখা একটি সুন্নাত 'আমল। আজ এই সুন্নাত আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে। মাহে রমাযানকে বরণ করে নিতে চাঁদ দেখার জন্য পশ্চিম আকাশে অনুসন্ধান করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন–

اَللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ التَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى رَبُّنَا وَ رَبُّكَ اللهُ.

'আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! এ নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সঙ্গে উদয় করো। আর তুমি যা ভালোবাস এবং যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফীক্ব দাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এবং আমাদের প্রতিপালক।'[১০৭]

১৯. রমাযানের আগে থেকেই বেশি বেশি দু'আ করা : 'আমলের তাওফীক্ব পাওয়ার জন্য দু'আ করা। বান্দা যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহর তাওফীক্ব না দিলে কোনো 'ইবাদত করা সম্ভব হবে না। আবার তিনি ঘোষণা দিয়েছেন–

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব।"[১০৮]

২০. সুস্থতার জন্য ও ব্যস্ততা থেকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা : সুস্থতা ও অবসর সময় মহান আল্লাহর বিশেষ দু'টি নিয়ামত। যদি এই দু'টি নিয়ামত না থাকে, তাহলে যতই পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করিনা কেন! বাস্তবায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তাই মহান আল্লাহর কাছে এই দু'টি নিয়ামতের জন্য দু'আ করতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

'এমন দু'টি নিয়ামত রয়েছে, যাতে অধিকাংশ লোক প্রতারিত হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য আর অপরটি হচ্ছে অবসরতা।'[১০৯]

পরিশেষে মহান রবের কাছে ফরিয়াদ করি, হে আল্লাহ! আপনার রহমত ও ক্ষমার মাসে কত মানুষ সৌভাগ্যশীলদের কাতারে নাম লেখাবে! কত মানুষ ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে! কত মানুষ জান্নাতি হয়ে যাবে! আল্লাহ! আমি যেন সেই সব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। আপনি আমাকে তাওফীক্ব দিন –আমীন। ☒

---

[১০৪] *সূরা আত্ তাহ্‌রীম : ৬।*
[১০৫] *মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক- হা. ৭৩৯০।*
[১০৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৪।*
[১০৭] *জামে' আত্ তিরমিযী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*
[১০৮] *সূরা আল মু'মিন : ৬০।*
[১০৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১২।*

ইখলাসবিহীন 'আমল বৃথা

(গুনাহ, রিয়া ও লৌকিকতা)

মূল : শায়খ আব্দুল মালিক আল ক্বাসিম

অনুবাদ : আমীমুল ইহসান ও মোস্তাফিজুর রহমান বিন আ. আজিজ মাদানী

সংক্ষিপ্তকরণে : হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া

[২য় (শেষ) পর্ব]

লৌকিকতা পাঁচ প্রকার

১. দৈহিক লৌকিকতা : নিজেকে দুর্বল ও শীর্ণকায় হিসেবে জাহির করা, যেন সবাই মনে করে, অত্যধিক 'ইবাদত, মুজাহাদা, দীনী ফিকির এবং আখিরাতের ভয়ে তার এ অবস্থা হয়েছে।

২. আকার-আকৃতি ও বেশভূষায় রিয়া : চুল এলোমেলো রাখা, হাঁটার সময় মাথা নুইয়ে চলা, নড়াচড়ার সময় শান্তভাব বজায় রাখা এবং কপালে সাজদার চিহ্ন ধরে রাখা।

৩. কথার রিয়া : হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীসে সূক্ষ্ম শাব্দিক ভুল ধরা, যাতে মানুষ তাকে হাদীসবিশারদ ভাবে। প্রতিপক্ষকে লা-জবাব করে দেয়ার জন্য তর্কবিতর্ক করা, যাতে 'ইল্‌মে দীনে মানুষ তাকে বিজ্ঞ ভাবে।

৪. 'আমলের রিয়া : চোখের পাতা নামিয়ে ফেলা, মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা, আলাপচারিতায় সম্মানবোধ করে রাখা; এমনকি কখনো এমন হয় যে, রিয়াকারী দ্রুতপদে কোনো প্রয়োজনে যাচ্ছে আর যখনই কোনো দীনদার ব্যক্তির নজরে পড়েছে, চলার গতি কমিয়ে দিয়েছে এবং পদক্ষেপে গাম্ভীর্য নিয়ে এসেছে এবং মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়েছে– যাতে দীনদার লোকটি তাকে গাম্ভীর্যহীন চঞ্চল লোক মনে না করে; তারপর যখনই তাঁর দৃষ্টির আড়াল হয়েছে আগের মতোই চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

৫. বন্ধুবান্ধব, অতিথি ও সহচরদের নিয়ে রিয়া : বড় বড় 'আলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা; যাতে মানুষ বলে, অমুক ব্যক্তি অমুক বড় শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। অনেকে মাজলিসে বিখ্যাত শায়খদের গল্প বলে এ কথা বুঝাতে চায় যে, সে অনেক বড় বড় শায়খের সাহচর্য লাভ করেছে এবং তাদের কাছ থেকে 'ইল্‌ম হাসিল করেছে।

এই পাঁচ ধরনের বিষয়ে লোকেরা রিয়া ও লৌকিকতায় লিপ্ত হয়। সবাই এই রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মনে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে চায়। কোনো কোনো রিয়াকারী কেবল এতটুকুই চায় যে, তার ব্যাপারে লোকেরা ভালো ধারণা রাখুক। আবার কিছু রিয়াকারী আছে, যারা মানুষের কাছে মর্যাদাবান হয়ে উঠাকে যথেষ্ট মনে করে না; বরং অন্যদের মুখে নিজের প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য শুনতে চায়। কেউ চায় দেশ-বিদেশে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক আর লোকজন দলে দলে তাকে দেখতে আসুক।

কেউ নেতা ও ক্ষমতাবানদের কাছে প্রসিদ্ধ হতে চায়; যাতে তার সুপারিশ কবুল করে এবং তার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ হয়– এতে মানুষের মাঝে তার একটি অবস্থান তৈরি হবে।

রিয়া ও লৌকিকতার মৌলিক কারণ তিনটি

১. মানুষের মুখে প্রশংসা ও তোষামোদ শোনার আকাঙ্ক্ষা। **২.** নিন্দা ও সমালোচনার ভয়। **৩.** সম্পদ, সম্মান ইত্যাদির লোভ।

এসব কারণ মানুষকে রিয়ার পথে পরিচালিত করে। তাই তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রিয়ার ব্যাপারে উম্মাতকে সতর্ক করেছেন; কারণ রিয়া একটি গোপন অনুভূতি, যা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না, বুঝা যায় না। অনেকে তো রিয়ার ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই রাখে না। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন : "আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলব না, যেটিকে আমি তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়ে বেশি মারাত্মক মনে করি।" সহাবীরা বলেন, "বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : গোপন শির্ক : কোনো ব্যক্তি সলাত আদায় করছে আর মানুষ তাকে দেখছে বলে সে সলাতকে সুন্দর ও পরিপাটিরূপে আদায় করছে।[১১০]

● 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রিয়াকারীদের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'রিয়াকারীর আলামত তিনটি। যথা- **১.** একাকি থাকলে 'আমলে অলসতা করে। **২.** মানুষের সামনে কাজে উদ্যম প্রকাশ করে। **৩.** প্রশংসা পেলে কাজের গতি বাড়িয়ে দেয় আর নিন্দা করলে কমিয়ে দেয়।

রিয়া থেকে সাবধান

ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মু'মিন সাধারণত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই 'আমল করে। কিন্তু কখনো 'আমলে গোপনে রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে তার নিয়ত এলোমলো হয়ে যায়। আর রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন।'

রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুহাম্মাদ বিন আসলাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যদি কাঁধের দু'ফেরেশ্‌তার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে 'ইবাদত করার সামর্থ্য আমার থাকত, তবে রিয়া থেকে বাঁচার জন্য আমি তা-ই করতাম।'[১১১]

ইমাম গাজালী (রহিমাহুল্লাহ) 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে এ প্রকারটি উল্লেখ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ্য রিয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'এর চেয়েও সূক্ষ্মতর রিয়া হচ্ছে, 'আমলকারী গোপনে 'ইবাদত করে। জানানোর ইচ্ছা তার থাকে না, প্রকাশ পেয়ে গেলেও সে আনন্দিত হয় না। কিন্তু মানুষের

[১১০] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২০৪।*

[১১১] *আস্ সিয়ার- ১২/২০০।*

সঙ্গে দেখা হলে সে চায়, তারা প্রথমে সালাম দিক, তার সম্মানে খুশি মনে এগিয়ে আসুক, তার 'আমলের প্রশংসা করুক, তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিক। কেউ এসব করতে অবহেলা করলে সে কষ্ট পায়, অস্বাভাবিক মনে করে। যেন সে ওই গোপন 'আমলের বিনিময়ে সম্মান দাবি করে; যদিও লোকে তা জানে না। যদি ওই 'আমল সে না করত, তাহলে সে মানুষের অবহেলাকে অস্বাভাবিক চোখে দেখত না।

● ইবনু রজব হাম্বালী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ভাষায় : 'এখানে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট আছে। মানুষ কখনো কখনো অন্যদের সামনে নিজের সমালোচনা করে, সে চায় মানুষ তাকে বিনয়ী মনে করুক। এভাবে সে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করে। এটি রিয়ার সূক্ষ্মতর প্রকার।[১১২]

রিয়ার পরিণাম : রাসূল (ﷺ) বলেছেন : পিঁপড়ার পদচারণার চেয়েও শির্ক তোমাদের ভিতর অধিক সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব, যা ছোট বড় সর্বপ্রকার শির্ক দূর করবে? তুমি পড়, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সজ্ঞানে শির্ক করা থেকে আশ্রয় চাই, আর অজ্ঞাতসারে কৃত শির্ক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[১১৩]

● রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি প্রচারের জন্য 'আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উদ্দেশ্য প্রচার করে দেবেন। আর যে মানুষকে দেখানোর জন্য 'আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বাসনা প্রকাশ করে দেবেন।'[১১৪]

● অনুরূপভাবে রিয়াকারী ব্যক্তি সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দ্বারা সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে।

নেক সুরতে শয়তনের ধোঁকা : ইস্রাঈলী রিওয়ায়াতে আছে, এক আবিদ যুগ যুগ ধরে আল্লাহর নিকট 'ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। একবার তার নিকট একদল লোক এসে বলে, 'কিছু মানুষ আল্লাহর 'ইবাদতের পরিবর্তে একটি গাছের পূজা করছে।' এ কথা শুনে আবিদ ক্ষিপ্ত হয়ে গাছটি কেটে ফেলার জন্য কুড়াল কাঁধে নিয়ে সেদিকে রওনা হন। পথিমধ্যে বৃদ্ধের রূপ ধারণ করে ইবলীস তার পথরোধ করে। সে বলে– 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি বলেন, 'ওই গাছটি কাটতে যাচ্ছি।' ইবলীস বলে, 'আপনার সঙ্গে গাছটির কী সম্পর্ক? 'ইবাদত ও নিজের ব্যস্ততা ছেড়ে অন্য কাজে কেন লেগেছেন?' আবিদ বলেন, 'এটি আমার 'ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত।'

ইবলীস বলে– 'আমি আপনাকে গাছটি কাটতে দেব না।' এই বলে ইবলীস তার সঙ্গে লড়াই করে। তখন আবিদ ইবলীসকে ধরে মাটিতে ছুড়ে ফেলেন, তার বুকের ওপর চেপে বসেন। ইবলীস বলে উঠে, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' আবিদ ইবলীসকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। ইবলীস বলে, 'ওহে আবিদ, আল্লাহ আপনাকে এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তিনি এ কাজ আপনার জন্য ফর্য করেননি। আপনি তো এ গাছের 'ইবাদত করছেন না! আপনার ওপর বর্তায় না প্রবঞ্চিতদের দায়। ভূপৃষ্ঠের নানা অঞ্চলে আল্লাহর নবীগণ আছেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে গাছটির পূজারীদের কাছে পাঠাতেন এবং সেটি কাটার নির্দেশ দিতেন।'

আবিদ উত্তর দেন, 'গাছটি আমার কাটতেই হবে।' আবিদ ইবলীসের সাথে লড়াই ঘোষণা করেন, তাকে পরাভূত করে মাটিতে শুইয়ে দেন এবং তার বুকের ওপর বসে পড়েন। ইবলীস না পেরে বলে, 'আপনি কি আমাদের মধ্যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হতে চান, যা আপনার জন্য বেশি কল্যাণকর ও উপকারী? 'আবিদ বলেন, 'সেটি কী? ইবলীস বলে, 'সেটা বলার জন্য আমাকে ছেড়ে দিন।' ইবলীস বলে, 'আপনি দরিদ্র লোক, আপনার কিছুই নেই; বরং আপনি অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকেন। মানুষ আপনার ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করে। হয়তো আপনি বন্ধুদের ওপর অনুগ্রহ করতে ও প্রতিবেশীদের দুঃখে সমব্যথী হতে ভালোবাসেন। তৃপ্তিভরে খেতে ও মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পছন্দ করেন।' আবিদ বলেন, 'অবশ্যই।' ইবলীস বলে, 'তাহলে আপনি এ কাজ থেকে ফিরে যান, আপনি আমার পক্ষ থেকে আপনার মাথার পাশে প্রতি রাতে দু'টি করে স্বর্ণমুদ্রা পাবেন। সকালে উঠে সেগুলো নেবেন আর নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে খরচ করবেন এবং বন্ধুবান্ধবকে সাদাক্বাহ্ করবেন। এটি আপনার নিজের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য সেই গাছ কাটার চেয়ে অধিক উপকারী, যার স্থানে আরেকটি গাছ রোপন করা হবে এবং তার পূজারীদের এতে কোনো ক্ষতিই হবে না। আপনার মু'মিন ভায়েরাও আপনি গাছটি কেটে ফেললে বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না।'

ইবলীসের কথাগুলো নিয়ে আবিদ চিন্তা করেন। তারপর বলেন, 'বুড়ো ঠিকই বলেছে। আমি নবী নই যে, গাছটি কাটতে বাধ্য, আবার মহান আল্লাহও আমাকে কাটার নির্দেশ দেননি যে, না কাটলে পাপী হবো। সে যা বলেছে, তাতেই কল্যাণ বেশি। তিনি ইবলীসের সঙ্গে এ চুক্তি পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং শপথ করেন। আবিদ এভাবেই নিজ 'ইবাদতগাহে ফিরে আসেন, রাতে ঘুমান। সকালে উঠে দু'টি স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পান। ওগুলো তিনি উঠিয়ে নেন। দ্বিতীয় দিনও তা-ই হয়। পরদিন থেকে আবিদ ঘুম থেকে উঠে আর কিছুই পাননি। রেগে গিয়ে তিনি কুড়াল নিয়ে গাছ কাটতে রওনা হন।

পথিমধ্যে বৃদ্ধের বেশে শয়তান তার পথরোধ করে। তাকে বলে, 'কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি বলেন, 'গাছটি কাটতে

---

[১১২] *মাজমুউ রাসায়িলি- ইবনু রজব, ১/৮৮।*
[১১৩] *আল জামি'উস্ সগীর- ৩/২৩৩।*
[১১৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৯৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৮৭।*

যাচ্ছি।' ইবলীস বলে, 'অসম্ভব! এটা হতে দেয়া যাবে না।' তারপর তাকে ইবলীস পাকড়াও করে ভূপাতিত করে। দেখা যায় তিনি ইবলীসের দুই পায়ের মধ্যখানে চড়ুইয়ের মতো দুর্বল হয়ে পড়ে আছেন। ইবলীস তার বুকের ওপর বসে বলে, 'এই কাজ থেকে সরে যা, নয়তো তোকে যাবাহ করব।' আবিদ দেখেন, মোকাবিলা করার কোনো শক্তিই তার নেই। তিনি বলেন, 'আচ্ছা, তুমি তো আমার ওপর বিজয়ী হয়েছ, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। আর বলো, কীভাবে আমি প্রথমবার তোমার ওপর বিজয়ী হয়েছি, আর এবার তুমি আমার ওপর বিজয়ী হয়েছ?' ইবলীস বলে, 'কেননা, প্রথমবার তুমি মহান আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল পরকালীন কল্যাণ অর্জন; তাই আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার বশীভূত করে দিয়েছিলেন। আর এখন তুমি রেগে গিয়েছ নিজের পার্থিব স্বার্থের জন্য; তাই আমি তোমাকে ধরাশয়ী করেছি।'[১১৫]

আত্মতুষ্টি প্রসঙ্গ

শয়তানের আরেকটি প্রবেশদ্বার হলো আত্মতুষ্টি। এটি হলো অহঙ্কারের প্রথম ধাপ। আল্লাহ আমাদের হিফাযাত করুন।

আত্মতুষ্টি হলো নিয়ামতকে বড় করে দেখা এবং নিয়ামত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং নিয়ামতদাতার কথা ভুলে যাওয়া।

অনেক মানুষ নিজের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে। **দীনী ও দুনিয়াবী বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে পারে বলে নিজেকে অনেক জ্ঞানী ভাবে। তাই তারা বেশ একগুঁয়ে আচরণ করে। নিজেদের মনমত সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদের মূর্খ মনে করে। কারো মতামত শুনতে চায় না।** এমন লোকেদের চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা যদি মাথায় কোনো রোগ দিয়ে তাদের আকল-বুদ্ধি উড়িয়ে দেন, তবে তাদের অবস্থাটা কী হবে!

তাই হে প্রিয় ভাই, সর্বদা মহান আল্লাহর হামদ আদায় করুন, তাঁর নিয়ামতের শুকর আদায় করুন।

অনেক লোক সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের আধিক্য নিয়ে বড়াই করে। তাদের জন্য কুরআনের এই আয়াতই যথেষ্ট– "সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবা থেকে এবং তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকেরই এমন কঠিন অবস্থা হবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।"[১১৬]

সে লোকগুলোকে নিয়ে তোমার কীসের এত গৌরব, যারা তোমার সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে তোমার পাশে থাকবে না। তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

[১১৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন- ৪/৩৯৮।*
[১১৬] *সূরা 'আবাসা : ৩৪-৩৭।*

● মুত্বাররিফ ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাতভর সলাত আদায় করে সকালে আত্মতুষ্টিতে ভোগার চেয়ে রাতভর ঘুমিয়ে সকালে লজ্জিত হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[১১৭]

● ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মানুষ যখন নেতৃত্ব লাভ করে তাদের চরিত্র বদলে যায়। তারা অহঙ্কারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অল্পতেই ক্রোধ জাহির করে। নেতৃত্ব লাভের আগে তাকে যে চরিত্রে দেখেছ, নেতৃত্ব লাভের পর তাকে তুমি সেই চরিত্রে পেতে চাওয়া ভুল হবে।

অতীতের পাপগুলোর দিকে তাকানো। যদি সে এই ভয়ে থাকে তার পাপকাজ নেককাজের চেয়ে বেশি, তার আত্মতুষ্টি কমে যাবে। মানুষ কীভাবে নিজের 'আমল নিয়ে তৃপ্ত থাকে? অথচ সে জানে না কিয়ামতের দিন তার 'আমলনামা হতে কী ফলাফল বের হবে। 'আমলনামা পড়ার পরেই তো কেবল তার আনন্দ প্রকাশ পেতে পারে।'[১১৮]

● 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নিজের কাছে এমন কিছু আছে, যা অন্যের কাছে নেই- এমনটি ভাবাই হলো আত্মতুষ্টি।' ইবলীসের অহঙ্কারের মূলে ছিল এ আত্মতুষ্টি।

● ইবনু বাত্তাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমলের পরিণাম বান্দা থেকে গোপন রাখার মাধ্যমে রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী হিকমাত ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা। কারণ সে যদি জানতে পারে, সে মুক্তিপ্রাপ্ত, তাহলে সে আত্মতুষ্ট হবে এবং অলসতা করবে। আর যদি জানতে পারে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাহলে অন্যায় কাজ আরো বেশি করবে। তখন মুক্তির পথ বন্ধ হয়ে যাবে'[১১৯]। রিয়ার ব্যাধি কেবল দুনিয়ার জীবনে নয়, মৃত্যুর পরও অনেককে এ ব্যাধি ছাড়ে না।

আহ্বান : মুসলিম ভাই আমার, সতর্ক থাকুন! ইখলাস অর্জন করা ও রিয়া থেকে সাবধান হওয়ার পর শয়তান অভিনব পন্থায় আপনার অন্তরে যেন প্রবেশ না করে। নিজেকে নিয়ে গর্ব করা ও আত্মমুগ্ধ হয়ে পড়া, 'আমল গোপন করা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা ও মহান আল্লাহকে ধন্য করেছি মনে করা ইত্যাদি যেন আপনাকে গ্রাস না করে; বরং মহান আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং কৃতজ্ঞ হোন; তিনি আপনার জন্য ইখলাস অর্জন সম্ভব করে দিয়েছেন; তাই বিনয়াবনত হয়ে তাঁর আনুগত্যে ব্রতী হোন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের 'আমলসমূহ সঠিক করে দিন, কথায় ও কাজে ইখলাস দান করুন, 'আমলে বারাকত দান করুন এবং আমাদেরকে, আমাদের মা-বাবাকে ও সকল মুসলিমদেরকে ক্ষমা করে দিন। ☒

[১১৭] *আস্ সিয়ার- ৪/১০৯।*
[১১৮] *তাম্বিহুল গাফিলীন- ২৫২।*
[১১৯] *ফাতহুল বারী- ১১/৩৩০।*

আলোকিত জীবন

শেরে বাংলা : কিংবদন্তীর রাজনীতিক

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*
প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক*

[তৃতীয় পর্ব]

কিংবদন্তীর রাজনীতিক ফজলুল হকের অবিচ্ছেদ্য অধিকারতত্ত্ব, স্বশাসনতত্ত্ব, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যতত্ত্ব ও অসহযোগ আন্দোলনতত্ত্ব ছিল যুগের নিরীখে আবশ্যিক প্রপঞ্চ। তবে মুসলিমলীগ বর্জনতত্ত্বও ছিল অনন্য। আমি সুভাষ বলছি'র গ্রন্থকার শৈলেশ দে ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে সে সকল বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে লিখেছেন[১২০]– শেরে বাংলা ফজলুল হক মুসলিম লীগের সংস্পর্শে থাকতে চাননি; বরং মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সহায়তায় সংযুক্ত বাংলার মন্ত্রিসভা গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখন দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, বাংলা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। বিস্ময় বিমূঢ় ফজলুল হক আইরিশ নেতা পারনেলের মতো আহত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন– "you have thrown me to the wolves"।

অখণ্ড বাংলার স্বাপ্নিক ও অসাম্প্রদায়িক ফজলুল হকের অভিব্যক্তি শৈলেশ দে'র আমি সুভাষ বলছি-তে তুলে ধরেছেন– এসো আমরা মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করি। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। আমাদের উভয় দলের (কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টি) সমন্বয়ে সরকার গঠিত হলে বাংলাদেশের মাটি থেকে মুসলিম লীগকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে দু'দিনও সময় লাগবে না।

দেশ গড়ার কারিগর ফজলুল হকের সকল ভাবনাই ছিল অভ্রান্ত। বঙ্গভঙ্গ রদ করার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতি যে গুরুতর অন্যায় করেছিল ফজলুল হক তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। অবিচ্ছেদ্য অধিকারতত্ত্ব উপস্থাপন করে সেই অন্যায়-অবিচারের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে ক্ষতিপূরণসহ অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দানের দাবি জানান। দাবি আদায়ের পাশাপাশি স্বশাসনের অধিকার লাভের জন্য সোচ্চার হন। তিনি যুক্তি দেখান যে, যখনই ভারতীয়দের কোনো সুযোগ দেয়া হয়েছে, তখনই তারা প্রশাসন কার্যে বৃটিশ অফিসারদের তুলনায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করার পূর্বে অবশ্যই স্বশাসন দিতে হবে।" এমনিভাবে হক সাহেব, 'ভারতীয়রা স্বশাসন লাভের অযোগ্য' –ব্রিটিশ সরকারের এই ভিত্তিহীন ও অবান্তর ধারণাকে উড়িয়ে দেন।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যতত্ত্ব হক সাহেবের উদার ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। তিনি মনে করেন, আমাদের প্রকৃত অগ্রগতির চাবিকাঠি এ দু'টি মহান এবং একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সম্প্রদায়ের সদিচ্ছা, সমঝোতা ও সহযোগিতার মধ্যেই নিহিত। প্রগতির কেন্দ্রবিন্দুও তাদের মিলনেই নিহিত। আত্মপ্রত্যয়ী হক সাহেব বলেন, 'এ উত্তরণ যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করার জন্য হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং প্রতিটি নিয়মাতান্ত্রিক ও বৈধ উপায়কে কাজে লাগানো উচিত। ... হিন্দু ও মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়পদে দাঁড়াইলে এবং ৩৩ কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর দেশের প্রান্তে-প্রান্তরে অনুরণিত হইলে এমন জোয়ারের সৃষ্টি হইবে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই যাহাকে প্রতিরোধ করতে পারিবে না।' সংকটাপন্ন ভারতের অবস্থা বিলক্ষণ উপলব্ধি করে হক সাহেব আরো বলেন, 'ভারত এক যুগসন্ধিক্ষণ অতিক্রম করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছে। এখন ভারতের সম্মুখে এক উজ্জ্বল ও মহান ভবিষ্যৎ রহিয়াছে।' দৃঢ় প্রত্যয়ী ফজলুল হকের ভাষায়, 'আমরা এখন প্রশস্ত পথে রহিয়াছি, আকাঙ্ক্ষিত ভূখণ্ড দেখা যাইতেছে।'[১২১]

শিক্ষানুরাগী হক সাহেব ব্রিটিশ শিক্ষা ও স্কুল-কলেজ বর্জনের ধারণার তীব্র বিরোধিতা করে কংগ্রেস সূচিত ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের অসারত্ব তুলে ধরেন। তিনি ব্রিটিশ পণ্য ও উপাধি বর্জনের কর্মসূচি সমর্থন করলেও মুসলমানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বলেন, 'তাহারা পশ্চাদপদ ও দরিদ্র; এ অবস্থায় তাদের বালক-বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করলে তাদের অপরিমেয় ক্ষতি হইবে।' তিনি যুক্তি দেখান যে ব্রিটিশ সরকার এই দেশ হইতে আদায়ীকৃত করের অর্থ হইতে প্রতি বৎসর শিক্ষা খাতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে এবং সরকার এই অর্থ ব্রিটেন হইতে আনিতেছে না। যদি মুসলিম ছাত্ররা তাদের শিক্ষা পরিত্যাগ করে, তবে

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।
* **প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১২০] উদ্ধৃত, আনোয়ারুল ইসলাম, *দেশবন্ধু, শেরে বাংলা নেতাজী*, ঢাকা : চারদিক, ২০১৯, পৃ. ৬০।

[১২১] ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের সময় মুসলিমলীগ অধিবেশনে ফজলুল হক ভাষণ, দ্র. উদ্ধৃত, বিপুল রঞ্জন নাথ, প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ঢাকা : বুক সোসাইটি, ১৯৯৪, পৃ. ২৯১।

তাহারা অর্ধশতকের জন্য পিছাইয়া পড়িবে। শিক্ষা সাধনার ছন্দপতনে মুসলিমরা সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত, তিনি তা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে ফজলুল হকের উত্থান শতাব্দীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। প্রান্তিক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে হক সাহেব গণরাজনীতির ইতিহাসে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর দুর্নিবার টান ছিল, অর্জিত ও বংশগত ক্যারিশমার অংশ হিসেবে। হাসানুজ্জামানের ভাষায়: আলী কুদর মুর্শিদাবাদের ডোমকোলে বাড়ি। নিতান্তই গ্রাম্য মাদবর। মুর্শিদাবাদের ডি এম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মনোনয়নে হস্তক্ষেপ করেছিলেন– মর্মে অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেবের বাসায় হাজির। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি আলী কদরের নাম ধরে ডাকলেন, এরপর তার অভিযোগের কথা শুনে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নাও।' পরদিন ভোর বেলা মুখ্যমন্ত্রী আলী কদরকে বললেন, আলী কদর. তোমার অভিযোগের কারণে রাতে আমার ঘুম হয়নি। তবে একটা কিছু করেছি। দেখি কী হয়? জানা গেল মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মুর্শিদাবাদের ডি. এমকে বরিশালে, বরিশালের ডি. এমকে ময়মনসিংহে ও ময়মনসিংহের ডি. এমকে মুর্শিদাবাদে বদলি করে অভিযোগের ক্যারিশম্যাটিক নিষ্পত্তি করেছিলেন।

প্রথিতযশা আইনবিদ ও রাজনীতিক হক সাহেবের প্রতি আপামর জনসাধারণের মান্যতা ছিল অবিশ্বাস্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গ্রামের কৃষক-শ্রমিক, দোকানদার, জোতদার, মহাজন, নবাব-নাইট সকলের সাথে তাঁর ঈর্ষনীয় সখ্যতা ছিল। জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক স্যারের ভাষায়– আপনে যখন গাঁও গেরামে যান, মাইনষের লগে এমন ব্যবহার করেন, তারা মনে করে জনম ভইর‍্যা আপনে গাঁও গেরামে কাটাইয়া তাগো সুখ-দুঃখের অংশ লইতাছেন। তারপরে গাঁও গেরামে থেইক্যা ঢাহা শহরে আইস্যা আহসান মঞ্জিলের ছাদে উইঠা নওয়াব হাবিবুল্লাহর লগে যখন ঘুড্ডি উড়ান, লোকে দেইখ্যা আপনেরে নওয়াব বাড়ির ফরজন মনে করে। তারপরে আবার যখন কলিকাতায় যাইয়া শ্যামা প্রসাদের লগে গলা মিলাইয়া শ্যামা প্রসাদরে ভাই বইল্যা ডাক দেন কলিকাতার মানুষ চিন্তা করে আপনে শ্যামা প্রসাদের আরেকটা ভাই। বাংলার বাইরে লখনৌ কিংবা এলাহাবাদে গিয়া মুসলিম নাইট-নবাব গো লগে যখন বসেন, দেখলে মনে অইব আপনে তাগো একজন। এই এতগুলো ভূমিকায় আপনে এত সাকসেসফুল অভিনয় করতে পারেন, এইডা তো একটা মস্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা স্যার অলিভার লবেন্সেরও নাই।

জনমনের হৃদয়ের তন্ত্রীতে প্রবাহিত শোণিতের সাথে মিশে যাওয়া ছিল তাঁর আরও একটা ক্যারিশমা। শুধু পণ্ডিতই নন তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন আইনবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু এসবের উপর ছিল তাঁর কোমলতায় ভরা হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা।

মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর আজন্ম স্বভাব। প্রতিবেশীদের প্রতি তার সদাচরণ ছিল অসামান্য। শিশু-বাচ্চাদের প্রতি তাঁর মায়া মমতা উপচে পড়তো। আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। জন্মভিটা নরসিংদীর রায়পুরের পিরপুর গ্রামে। চাকুরির সুবাদে তাঁর পিতা সপরিবারে থাকতেন চাখারে। শিশু সাদেকের পিতা সিভিল সাপ্লাই বিভাগের একজন অত্যন্ত সৎ ও কর্মনিষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন হক সাহেবের প্রতিবেশী। সৌম্য দর্শন শিশু সাদেকের সাথে হক সাহেবের ছিল দারুন সখ্যতা। তাঁকে কোলে নিয়ে আদর করতেন, আর চুমু খেতেন। সাদেকের বাবা আব্দুল খালেক সাহেবকে বলতেন, 'এই ছেলে একদিন অনেক বড় হবে। আপনার ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।' হক সাহেব জ্যোতিষ ছিলেন না; কিন্তু তার অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা এতই বেশি ছিল যে, তা হুবহু সত্যে পরিণত হয়েছিল। হাসান সাদেক পরবর্তীতে বিশ্ববরেণ্য একজন ইসলামী চিন্তক ও অর্থনীতিবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ বিশ্বময় শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তিনি জিন্নাহ, গান্ধী কিংবা লাটদের সামান্যই তোয়াক্কা করতেন। বরঞ্চ সীমাহীন জনপ্রিয়তার কাছে তাঁরা মাথা নত করতো। ভক্তি-ভালোবাসার চাদর মুড়িয়ে তার প্রশংসাও করতো। একবার এক কনভেনশন সেন্টারে জিন্নাহ সাহেব ভাষণ দানকালে লোকেদের হৈ হুল্লোড় শুনে জানতে পারলেন যে, হক সাহেব মঞ্চে আসছেন। তিনি তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেন– when the tiger arise lamb must give away।

অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে হক সাহেব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন রাজনীতির অভিজ্ঞ ডাক্তার। অল্পায়াসে তিনি রাজনীতির পাল্‌স ধরতে পারতেন। সময়োপযোগী প্রয়োগ করতেন রাজনীতির কুইনাইন। ফজলুল হক মুসলিম লীগের রাজনীতির দুর্বলতা ধরতে পেরেছিলেন। ১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইলে উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির ফলে তাদের মধ্যে নির্বাচন ভীতি চেপে বসে। ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের সময় ৩৫ জন নির্বাচিত সদস্য দেশত্যাগ করে ভারত চলে গেলেও শূন্য আসনসমূহে নির্বাচন দিতে মুসলিম লীগ সরকার সাহস করেনি। শেষ পর্যন্ত তদীয় নির্বাচনী ভীতিকে কাজে লাগিয়ে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন গঠিত হয়। এই যুক্তফ্রন্টের কারিগর ছিলেন ফজলুল হক। তিনি অচিরেই নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলিম কৃষকদের মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। হয়ে উঠেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। সমকালীন যামানায় অবিভক্ত বাংলার কিংবদন্তীর রাজনৈতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ১৯-২০ সংখ্যা ❖ ১০ ফেব্রুয়ারি- ২০২৫ ঈ. ❖ ১০ শা'বান- ১৪৪৬ হি.

বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

সওম হোক বিদ'আতমুক্ত!

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : রমাযান মাসে আমাদের সমাজে একাধিক বিদ'আত প্রচলিত। যেগুলো এক জায়গায় এক রকম, অন্য জায়গায় আর এক রকম। এক দেশের লোকাচার অন্য দেশ থেকে ভিন্ন। নিম্নে আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত এ সংক্রান্ত কিছু বিদ'আতী কাজের চিত্র তুলে ধরব।

১) রমাযানের নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে বিদ'আত : রমাযানের নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু লোক চাঁদের দিকে হাত উঁচু করে শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করে থাকে। এটা বিদ'আত। কেননা, কুরআন-সুন্নাহতে এর কোনো ভিত্তি নেই। তবে নতুন চাঁদ দেখলে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত :

«اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ».

হে আল্লাহ! এ চাঁদকে আমাদের মাঝে বরকত, ঈমান, শান্তি-নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে উদিত করো। আমার ও তোমার রব আল্লাহ তা'আলা।[১২২]

২) সাহরী সংক্রান্ত বিদ'আত : দেখা যায়, রমাযান মাসে শেষ রাতে মুআযযিন মাইকে উচ্চ আওয়াযে কুরআন তিলাওয়াত, গযল, ইসলামী সঙ্গীত গাওয়া ইত্যাদি শুরু করে। অথবা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে বক্তাদের ওয়াজ, গজল বাজাতে থাকে। সেই সাথে চলতে থাকে ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার, উঠুন, সাহরীর সময় হয়েছে, রান্না-বান্না করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন" ইত্যাদি বলে অনবরত ডাকাডাকি। অথবা কোথাও বা কিছুক্ষণ পরপর উঁচু আওয়াজে হুইশেল বাজানো হয়।

এর থেকে আরো আজব কিছু আচরণ দেখা যায়। যেমন- এলাকার কিছু যুবক রমাযানের শেষ রাতে মাইক নিয়ে এসে সম্মিলিত কণ্ঠে গযল বা কাওয়ালী গেয়ে মানুষের বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে চাঁদা আদায় করে। অথবা মাইক বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। এছাড়াও এলাকা ভেদে বিভিন্ন বিদ'আতী কার্যক্রম দেখা যায়।

আমাদের জানা উচিত, শেষ রাতে আল্লাহ তা'আলা নিচের আসমানে নেমে আসেন। এটা দু'আ কবুলের সময়। আল্লাহর নিকট এ সময় কেউ দু'আ করলে তিনি তা কবুল করেন। মু'মিন বান্দাগণ এ সময় তাহাজ্জুদের নামায পড়েন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, আল্লাহর দরবারে রোনাযারী করে থাকেন। সুতরাং এ সময় মাইক বাজিয়ে, গযল গেয়ে বা চাঁদা তুলে এ মূল্যবান সময়ে 'ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানো নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ। এতে মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো হয়। যার ফলে অনেকের সাহরী এমনকি ফজরের নামায পর্যন্ত ছুটে যায়। এই কারণে অনেক রোযাদার সাহারীর শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব না করে আগে ভাগে সাহারী শেষ করে দেয়। এ সবগুলোই গুনাহের কাজ।

তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে এ ক্ষেত্রে সুন্নাত কী?

এ ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে, ফজরের আগে সাহারীর জন্য আলাদা একটি আযান দেয়া। এই আযান হলো সাহারী খাওয়ার জন্য এবং তারপর ফজর সালাতের জন্য আরেকটি আযান দেয়া। এজন্য রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে দু'জন মুআযযিনও নিয়োগ করা ছিল। যেমন- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ».

"বিলাল রাতে আযান দেয়। অতএব তোমরা বিলালের আযান শুনলে পানাহার করতে থাকো ইবনু উম্মু মাকতুমের আযান দেয়া পর্যন্ত।"[১২৩] নবী (ﷺ) বলেন :

«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ.

"বিলাল আযান দেয় এজন্য যে, যেন ঘুমন্ত লোক জাগ্রত হয় আর তাহাজ্জুদ আদায়কারী ফিরে আসে অর্থাৎ- নামায বাদ দেয় এবং সাহরী খায়।"[১২৪]

সুতরাং এ দু'টির বেশি কিছু করতে যাওয়া বিদ'আত ছাড়া অন্য কিছু নয়। এজন্যই ওলামাগণ বলেছেন : "যেখানে একটি সুন্নাত উঠে যায় সেখানে একটি বিদ'আত স্থান করে নেয়।"

আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। সুন্নাত উঠে গিয়ে সেখানে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি সুন্নাতের স্থান দখল করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পুনরায় সুন্নতের দিকে ফিরে আসার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

লক্ষ্য রাখতে হবে, যে এলাকায় দু'টি আযান দেয়ার প্রচলন নেই সেখানে রমাযান মাসে হঠাৎ করে দু'টি আযান দেয়া ঠিক নয়। কেননা, এতে মানুষের মাঝে সাহারী খাওয়া ও ফজর সালাতের সময় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে জনগণকে বুঝিয়ে আগেভাগে প্রস্তুত রাখা যেতে

[১২২] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৫১, সহীহ।*

[১২৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬২২।*

[১২৪] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৬৪১, সহীহ।*

পারে, যাতে সাহরীর আযান ও ফজরের আযানের পার্থক্য তারা বুঝে নিতে পারেন।

৩) সাহরী খাওয়ার সময় মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা : সাহরী খাওয়া একটি 'ইবাদত। আর যে কোনো 'ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য নিয়ত অপরিহার্য শর্ত। কারণ, রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

সকল 'আমল (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[১২৫] তাই রোযা রাখার জন্য নিয়ত থাকা অপরিহার্য। নবী (ﷺ) বলেছেন :

«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ».

"যে রাতে (ফজরের আগে) রোযা রাখার নিয়ত করেনি তার রোযা হবে না।"[১২৬] কিন্তু জানা দরকার, নিয়ত কী বা কিভাবে নিয়ত করতে হয়?

নিয়ত কী বা কিভাবে নিয়ত করতে হয়?

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মনের মধ্যে কোনো কাজের ইচ্ছা করা বা সিদ্ধান্ত নেয়াকেই নিয়ত বলা হয়। সুতরাং রোযা রাখার কথা মনের মধ্যে সক্রিয় থাকাই নিয়তের জন্য যথেষ্ট। মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, ইসলামী শারী'আতে কোনো 'ইবাদতের নিয়ত মুখ দিয়ে উচ্চারণের কথা আদৌ প্রমণিত নয়। অথচ আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ওযূর নিয়ত, নামাযের নিয়ত, সাহরী খাওয়ার নিয়ত ইত্যাদি চর্চা করা হয়। নামায শিক্ষা, রোযার মাসায়েল শিক্ষা ইত্যাদি বইতে এ সব নিয়ত আরবীতে অথবা বাংলা অনুবাদ করে পড়ার জন্য জনগণকে শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্ত আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, দীনের মধ্যে এভাবে নতুন নতুন সংযোজনের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (ﷺ) এ ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেন :

«مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

"যে আমাদের এই দীনে এমন নতুন কিছু তৈরি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য।"[১২৭] তাই মুসলমানদের কর্তব্য হলো, দলিল-প্রমাণ ছাড়া গৎবাধা নিয়তসহ সব ধরণের বিদ'আতী কার্যক্রম পরিত্যাগ করা এবং সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

৪) বিলম্বে ইফতার করা : কিছু রোযাদারকে দেখা যায়, স্পষ্টভাবে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও অতি সর্তকতার কারণে আরও কিছুক্ষণ পরে ইফতার করে। এটি স্পষ্ট সুন্নাত বিরোধীতা। কারণ, নবী (ﷺ) বলেছেন :

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الفِطْرَ».

মানুষ ততদিন কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।[১২৮]

৫) তারাবীহ নামায সংক্রান্ত বিদ'আত : অনেক মাসজিদে দেখা যায়, তারাবীহর নামাযের প্রতি চার রাক'আত শেষে মুসল্লীগণ উঁচু আওয়াজে 'সুবাহানা যিল মুলকে ওয়াল মালাকূতে দু'আটি পাঠ করে থাকে। এভাবে নিয়ম করে এই দু'আ পাঠ করা বিদ'আত। অনুরূপভাবে এ সময় অন্য কোনো দু'আ এক সাথে উঁচু আওয়াজে পাঠ করাও বিদ'আত। কারণ, এ ব্যাপারে নবী (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ হাদীস নেই; বরং নামায শেষে যে সকল দু'আ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পাঠ করা সুন্নাত। যেমন- তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ, একবার আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়ামিন্কাস সালাম, তাবারাক্তা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম ইত্যাদি। এ দু'আগুলো প্রত্যেকেই চুপিস্বরে নিজে নিজে পাঠ করার চেষ্টা করবে।

৬) তারাবীর নামাযে খুব তাড়াতাড়ি কুরআন তিলাওয়াত করা বা তাড়াহুড়া করে নামায পড়া : অনেক মাসজিদে রমাযানে তারাবীর নামাযে খুব তাড়াতাড়ি কুরআন তিলাওয়াত করা বা তাড়াহুড়া করে নামায শেষ করা হয়। যার কারণে তিলাওয়াত ঠিক মতো বুঝাও যায় না। নামাযে ঠিকমত দু'আ-যিক্রও পাঠ করা যায় না। এটা নিঃসন্দেহে সুন্নাত পরিপন্থী। কেননা, মহান আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর রাতের সালাত হত অনেক দীর্ঘ এবং ধীরস্থির।

৭) বদর দিবস পালন করা বিদ'আত : ২য় হিজরির রমাযানের সতের তারিখে বদরের প্রান্তরে মাক্কার মুশরিক সম্প্রদায় এবং রাসূল (ﷺ) ও তার জানবাজ সাহসী সাহাবায়ে কিরামের মাঝে এক যুগান্তকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ছিল অস্ত্র-সম্ভার এবং জনবলে এক অসম যুদ্ধ। মুসলমানগণ অতি নগণ্য সংখ্যক জনবল আর খুব সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র সহকারে কাফিরদের বিশাল অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর প্রতিরোধ করেছিলেন এবং আল্লাহ সে দিন অলৌকিকভাবে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্য সূচিত হয়েছিল।

এতো ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু প্রতি বছর রমাযানের সতের তারিখে এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্বরণ করার জন্য লোকজন একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। তারপর বদরের বিভিন্ন ঘটনা, সাহবীদের সাহসীকতা ইত্যাদি আলাচনা কর হয়। এভাবে প্রতি বছর এই দিনে 'বদর দিবস' পালন করা হয়। যদিও আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে এটির প্রচলন তেমন নেই। কিন্তু দুঃখজনক

[১২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১।*
[১২৬] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৩৩১, আলবানী সহীহ বলেছেন।*
[১২৭] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৭/১৭১৮।*
[১২৮] *বুখারী- হা. ১৯৫৭ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮/১০৯৮।*

হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের কিছু ইসলামী সংগঠন প্রতি বছর বেশ জোরে-শোরে সাংগঠনিক কার্যক্রম হিসেবে এই বিদ'আত পালন করে থাকে। অথচ উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার সর্বোত্তম আদর্শ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং সালাফে সালেহীন থেকে এ জাতীয় অনুষ্ঠান পালনের কোনো ভিত্তি নেই। বদরের এ ঘটনা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের প্রেরণার উৎস। এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এভাবে দিবস পালন করা শারী'আত সম্মত নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নবী (ﷺ)-এর নবুওয়াতী জীবনে রয়েছে অনেক বক্তৃতা, সন্ধি-চুক্তি এবং বিভিন্ন বড় বড় ঘটনা, যেমন- বদর, হুনাইন, খন্দক, মাক্কাহ্ বিজয়, হিজরত মুহূর্ত, মাদীনায় প্রবেশ, বিভিন্ন বক্তৃতা যেখানে তিনি দীনের মূল ভিত্তিগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তিনি তো এ দিনগুলোকে আনন্দ-উৎসব হিসেবে পালন করা আবশ্যক করেননি; বরং এ জাতীয় কাজ করে খ্রিষ্টানরা। তারা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে উৎসব হিসেবে পালন করে থাকে। অনুরূপভাবে ইয়াহূদীরাও এমনটি করে। ঈদ-উৎসব হলো শারী'আতের একটি বিধান। আল্লাহ শারী'আত হিসেবে যা দিয়েছেন তা অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় এমন নতুন কিছু আবিস্কার করা যাবে না যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মূলতঃ এ জাতীয় কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকা মানুষকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শরীয়ত থেকে দূরে রাখার একটি অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং শারী'আত যে কাজ করতে আদেশ করেনি তা হতে দূরে অবস্থান করে রমাযান মাসে অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায আদায় করা, যিক্র-আযকার এবং অন্যান্য 'ইবাদত-বন্দেগী বেশি বেশি করা দরকার। কিন্তু মুসলমানদের অন্যতম সমস্যা হলো শরীয়ত অনুমোদিত 'ইবাদত বাদ দিয়ে নব আবিস্কৃত বিদ'আতী 'আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকা। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন –আমীন।

৮) ই'তিকাফ সংক্রান্ত ভুল ধারণা : আমাদের দেশে মনে করা হয় যে, সমাজের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে অবশ্যই ই'তিকাফে বসতে হবে তা না হলে সবাই গুনাহগার হবে। কিন্তু এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, ই'তিকাফ হলো একটি সুন্নাত 'ইবাদত। যে কোনো মুসলমানই তা পালন করতে পারে। যে ব্যক্তি তা পালন করবে সে অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। সবার পক্ষ থেকে একজনকে ই'তিকাফে বসতেই হবে এমন কোনো কথা শরীয়তে নেই।

৯) জুমু'আতুল বিদা পালনের বিদ'আত : জুমু'আতুল বিদা কি? জুমু'আতুল বিদা পালন করার গুরুত্ব কতটুকু?

জুমাতুল বিদা বলতে বুঝায়, রমাযানের শেষ জুমু'আহ্ সালাতের মাধ্যমে রমাযানকে বিদায় জানানো। আমাদের দেশে দেখা যায়, রমাযানের শেষ শুক্রবারকে খুব গুরুত্বের সাথে 'জুমু'আতুল বিদা' হিসেবে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে জুমু'আর নামাযে পরিলক্ষিত হয় প্রচুর ভিড়। অনেক মানুষ এ দিনে বিশেষভাবে দু'আ করে, কেউ কেউ মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে, কেউ কেউ এ দিন উপলক্ষে বিশেষ কিছু নামায পড়ে, ইফতার পার্টি করে... ইত্যাদি। পরের দিন পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে নিউজ আসে "যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মাধ্যমে সারা দেশে 'জুমু'আতুল বিদা' পালিত হয়েছে"!! অথচ রমাযানের শেষ জুমু'আর দিনে এমন কিছু বিশেষ 'আমল করতে হবে কুরআন-সুন্নায় এ ব্যাপারে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না।

আমাদের কর্তব্য প্রত্যেক জুমু'আর দিনকে গুরুত্ব দেয়া। সকল জুমু'আর দিন ফযীলতপূর্ণ। রমাযানের প্রতিটি দিন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রমাযানের শেষ জুমু'আর বিশেষ কোনো ফযীলত আছে বলে কুরআন-সুন্নায় কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এ দিনটিকে বিশেষ ফযীলতপূর্ণ মনে করে 'জুমাতুল বিদা' পালন করা বিদ'আত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার বিদ'আত থেকে হিফাজত করুন –আমীন।

১০) ফিতরা প্রদানের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বরখেলাপ : খাদ্য দ্রব্য না দিয়ে কাপড় কিনে ফিতরা দেয়া সুন্নাতের বরখেলাপ। কারণ, হাদীসে ফিতরা হিসেবে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করার কথাই বর্ণিত হয়েছে। যেমন- ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

রাসূল (ﷺ) মুসলমানদের প্রত্যেক স্বাধীন, দাস, পুরুষ অথবা নারী সকলের উপর এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি) পরিমাণ খেজুর অথবা জব যাকাতুল ফিতর হিসেবে আবশ্যক করেছেন।[১২৯] এখানে খাদ্য দ্রব্যের কথা সুস্পষ্ট।

তাছাড়া নবী (ﷺ)-এর যুগেও দিনার-দিরহামের প্রচলন ছিল কিন্তু তিনি অথবা তার কোনো সাহাবী দিনার-দিরহাম দ্বারা ফিতরা আদায় করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাই সুন্নাত হলো, আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য দ্রব্য (যেমন- চাউল) দ্বারা ফিতরা আদায় করা।

আরেকটি বিষয় হলো– হাদীসে বর্ণিত এক সা'র পরিবর্তে আধা সা' ফিতরা দেওয়াও সুন্নাতের বরখেলাপ। যেমনটি উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও আমাদের সমাজে আধা সা' ফিতরা দেয়ার মাসআলাই দেয়া হয়।

আল্লাহ সকল ক্ষেত্রে তার নবীর সুন্নাতকে যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক্ব দান করুন এবং সকল বিদ'আত ও সুন্নাত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে হিফাজত করুন –আমীন। ☒

[১২৯] *বুখারী- হা. ১৫০৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৩/৯৮৪।*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

কল্যাণময় রমাযান ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান

–মুহাম্মদ গোলাম রহমান

রমাযানুল মুবারক ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপনের মাস। যারা এ মাসকে নিয়ামত হিসেবে গ্রহণ করবে তাদের জন্য রয়েছে প্রভুত কল্যাণ ও সাফল্য। অথচ রমাযানের কল্যাণকামিতা পদপিষ্ট করে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ভাতৃঘাতী এক নির্মমতার চর্চা শুরু করেন। মজুদকরণ বা বিভিন্ন অপকৌশলে নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে "ধনী" হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হন। তাদের লুটেরা মনোভাবের যুক্তিগ্রাহ্য কারণ না থাকলেও বাড়ে নিত্যপণ্যের দাম। চাল, ডাল, ছোলা, চিনি, ভোজ্য তেল, খেজুর ইত্যাদির দাম হয় গগনচুম্বী। একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর রমাযান কেন্দ্রিক এমন প্রস্তুতি কাম্য নয়।

পণ্য মজুদকরণের মাধ্যমে দাম বাড়ালে সে ব্যবসায়ীর প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ৪০ দিন খাদ্য মজুদ রাখল, সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল আল্লাহও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন তার থেকে।'[১৩০]

ব্যবসায়ী ভ্রাতৃগণ! আজ ক্রেতা-সাধারণকে জিম্মি করে ক'দিনের জন্য বিত্তশালী হলেও এ অবৈধ সম্পদই পরকালে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে, তেমনি দুনিয়ার জীবনেও তা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। উপার্জন হারাম হওয়ার কারণে সালাত, সিয়াম, দান-সাদাক্বাহ্ কিছুই কবূল হবে না। মজুদদারির মাধ্যমে সাময়িক আর্থিকভাবে লাভবান হলেও ইহ-পরকালের পরিণাম ভয়াবহ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'কেউ খাদ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম উপায়ে সংকট তৈরি করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুরারোগ্য ব্যাধি ও দারিদ্রতা দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন।'[১৩১]

আর যারা প্রকৃত সৎ ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা হবে বরকতময় এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাদের 'ইবাদতও কবূল হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ।

সুতরাং আসুন আমরা সকল ব্যবসায়ী মুনাফাখোরী ও মজুদদারীর অভিশপ্ত জীবন পরিত্যাগ করে এই রমাযানে সৎ ব্যবসায়ী হওয়ার প্রতিজ্ঞা করি!

সৎ ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য : ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।"[১৩২]

হাদীসে এসেছে– জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ধরণের উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বলেছেন :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ".

"উত্তম উপার্জন হলো, একজন মানুষের তার নিজের হাতের উপার্জন এবং সব ধরনের মাবরুর ব্যবসা-বাণিজ্যের উপার্জন।"[১৩৩]

মাবরুর ব্যবসা হলো সেই ব্যবসা, যে বেচা-কেনাতে কোনো প্রকার ধোঁকা, খিয়ানত, মিথ্যা ও প্রতারণা থাকে না। যে বেচা-কেনাতে ধোঁকা, খিয়ানত, মিথ্যা ও প্রতারণার সংমিশ্রণ ঘটবে কিয়ামতের দিন সে ব্যবসায়ীর পুণরুত্থান ঘটবে ফাজির (অপরাধী) লোকদের সাথে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ» هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ».

"অবশ্যই ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন ফাজির হিসেবেই উপস্থিত করা হবে। তবে যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে, সৎ কর্ম করে ও সত্য কথা বলে, তাকে ছাড়া।"[১৩৪]

---

[১৩০] *মুসনাদ আহমাদ- ৮/৪৮১।*
[১৩১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- ২/৭২৯।*
[১৩২] *সূরা আন্ নিসা : ২৯।*
[১৩৩] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৭২৬৫।*

আর সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ».

"সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীগণ হাশ্‌রের দিন নবী, শহীদ ও সিদ্দিকীনদের সাথে অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করবে।"[১৩৫]

ইসলামে ব্যবসার মূলনীতি : ইসলাম মানুষকে কোনো ক্ষেত্রেই বল্গাহীন ও অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি। সব ক্ষেত্রেই রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা। আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ জন্য ব্যবসায়ীদের নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে চলতে হবে।

১. ব্যবসায় কারো ক্ষতি না করা : ব্যবসা দ্বারা মানুষের উপকার করার মানসিকতা থাকতে হবে। কারো যেন ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যবসা কেবল লাভের জন্য নয়, কাঙ্খিত পণ্যটি ভোক্তার কাছে সহজে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সেবার কাজটি হচ্ছে। সুতরাং সেবার মানসিকতায় অতিরিক্ত মুনাফা লাভের খায়েশ বর্জন করে যৌক্তিক ও ইনসাফপূর্ণ মুনাফা অর্জন করা যাবে। যাতে ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং ভোক্তাও সন্তুষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ)، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

"নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) এ মর্মে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন– নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি করা কোনোটিই উচিত নয়।"[১৩৬]

২. ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি থেকে বিরত থাকা : এ ধরনের অপকর্ম ইসলামে মানবাধিকার পরিপন্থি বলে সাব্যস্ত। মন্দ জিনিস ভালো বলে চালিয়ে দেয়া, ভালোর সঙ্গে মন্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে ধোঁকা দেয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ : «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ».

"একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাজারে একজন খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি খাদ্যের ভিতরে হাত প্রবেশ করিরে দেখলেন ভিতরের খাদ্যগুলো ভেজা বা নিম্নমানের। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে খাবার পণ্যের মালিক এটা কী? লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি সেটাকে খাবারের উপরে রাখলে না কেন; যাতে লোকেরা দেখতে পেত? [অতঃপর রাসূল (ﷺ) বলেন :] "যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মাত নয়।"[১৩৭]

৩. মিথ্যার আশ্রয় না নেয়া : মিথ্যা অবশ্যই একটি নিন্দনীয় ও বড় ধরনের অপরাধ। ব্যবসার সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ আরও বেশি মারাত্মক ও ক্ষতিকর। কোনো মুসলিম সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংমিশ্রণ করতে পারে না এবং সত্যকে গোপন করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"তোমরা সত্যের সঙ্গে অসত্যের মিশ্রণ ঘটাবে না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না।"[১৩৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো–

أيكون المؤمن جبانًا؟ قال : نعم. قيل : أيكون بخيلًا؟ قال : نعم. قيل : أيكون كذابًا؟ قال : لا.

"একজন মু'মিন কি দুর্বল হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ হতে পারে। আবারও জিজ্ঞাসা করা হলো– মু'মিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো– একজন মু'মিন মিথ্যুক হতে পারে? তিনি বললেন, 'না'।"[১৩৯]

৪. ওজনে কম-বেশি না করা : অন্যকে দেওয়ার সময় ওজনে কম দেয়া আর নেয়ার সময় বেশি করে নেয়া জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

[১৩৪] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১২১০, হাসান সহীহ।*
[১৩৫] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১২০৯, হাসান সহীহ।*
[১৩৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৩৪০, ২৩৪১, সহীহ।*
[১৩৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০২।*
[১৩৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪২।*
[১৩৯] *বাইহাক্বী- শু'আবুল ঈমান, হা. ৪৮১২।*

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ ○ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ○ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ﴾

"ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।"[১৪০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

"মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক পাল্লায় ওজন করবে। এটি উত্তম, এর পরিণাম শুভ।"[১৪১]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "...যখন কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা ওজনে বা মাপে কম দেয়, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের খাদ্য-শস্য উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদেরকে গ্রাস করে।"[১৪২]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, "...যে জাতি মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের রিয্ক উঠিয়ে নেওয়া হয়...।"[১৪৩]

৫. পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যা শপথ না করা : মিথ্যা বলে বা মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ :..... وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ.

"কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কোনো ধরনের কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। তাদের একজন, যে তার ব্যবসায়িক পণ্যকে মিথ্যা কসম খেয়ে বিক্রি করে।"[১৪৪]

৬. ব্যবসার সাথে সুদকে মেশানো যাবে না : সুদ একটি মারাত্মক অপরাধ। সুদ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। ব্যবসার নামে কোনো প্রকার সুদ চালু করা যাবে না। সুদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবে শয়তানের আসরে আচ্ছন্নদের ন্যায়। কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) সুদের মতো, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[১৪৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ».

"সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি স্বল্পতা।"[১৪৬]

আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, হিসাবকারী এবং সাক্ষী সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, তারা সকলেই সমান।[১৪৭]

৭. অনুমান ভিত্তিক ব্যবসা হতে বিরত থাকা : অনুমানভিত্তিক ব্যবসা শারী'আত অনুমোদন করে না। যেমন- কোনো ফল বা ফসল পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে অনুমানের ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ করে তা বিক্রি করে দেয়া। কেননা এতে একপক্ষের অধিক লাভবান ও অন্যপক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এ জাতীয় ব্যবসা সুদের পর্যায়ভুক্ত।[১৪৮]

৮. খাদ্যে ভেজাল মেশানো থেকে বিরত থাকা : খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ মানবতা বিরোধী অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এটি ইহজাগতিক শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং পরকালেও এর শাস্তি ভয়াবহ। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের মাধ্যমে মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ﴾

"এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না।"[১৪৯] ☒

---

[১৪০] *সূরা আল মুতাফ্ফিফীন : ১-৩।*
[১৪১] *সূরা বানী ঈসরা-ঈল : ৩৫।*
[১৪২] *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ৭৮৫।*
[১৪৩] *মু'আত্তা মালিক- হা. ৫৩৭০।*
[১৪৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০৬।*
[১৪৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৫।*
[১৪৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৭৯, সহীহ।*
[১৪৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৯৭, সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৩৩৩।*
[১৪৮] *ইবনু কাসীর।*
[১৪৯] *সূরা আন্ নিসা : ২।*

সমাজচিন্তা

মাদকের ভয়াবহ কালো থাবা এবং একজন ঐশী

–মো. কায়সার আলী*

"রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায়গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।"

কবি এখানে বলেছেন, মানুষ কর্মের দ্বারা এ পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুখ বা নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। রিপুর তাড়না মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বিবেকহীন করে তোলে। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে শক্তিমান লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন এর লেখা (১৮৮৬ সালে রচিত) ড. জেকিল ও মি. হাইড গল্পখানা পড়েছিলাম। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ এমনই অভিনব, এমনই মৌলিক, এমনই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত যে আমরা লেখকের নাম ভুলে গেলেও শুধু মনে রাখি তাঁদের লেখার বা সৃষ্ট চরিত্রের কথা। তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি ড. জেকিল ও মি. হাইডের রহস্যময় কাহিনী। অভূতপূর্ব কল্পনাশক্তি, ঘটনার নাটকীয়তা, চরিত্র নির্মাণের উজ্জ্বলতা সর্বোপরি বিস্ময়কর রকমের এমনি মৌলিক কাহিনী সৃজনশীল লেখকদের হাতে খুব কমই রচিত হয়েছে। এই গল্পের লোভনীয় কাহিনী, চমৎকার আঁটসাঁট বাঁধুনি, জাদুকরি ভাষা এবং অসাধারণ বক্তব্য পাঠকদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে যুগের পর যুগ। এই গল্পে ভালো ও মন্দের সংঘাত দেখানো হয়েছে। সেই সংঘাতে ভালো ও মন্দের মধ্যে কে জয়লাভ করেছে– সে প্রশ্ন পাঠকদের কাছে। ড. জেকিল একজন সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব (মাদক সেবন করে) রূপান্তরিত হয়ে তিনি মি. হাইড এ পরিণত হন। হাইড অসৎ, খুনি, কুৎসিত এক ব্যক্তি। হাইডের মাধ্যমেই মানুষের ভিন্ন সত্তার উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিপুল ঐশ্বর্য ও দারুন সৌভাগ্য নিয়ে ড. জেকিল জন্মগ্রহণ করেন। শুধু অর্থ নয়, চারিত্রিক সৎ গুণাবলী, পরিশ্রমী, জ্ঞানী গুনীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জ্ঞান আহরণের প্রতি চরম দুর্বলতা অর্থাৎ- সব মিলিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিশাল সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব। তবে দোষ ত্রুটির মধ্যে ছিল উদ্দাম আমোদ-প্রমোদের প্রতি তীব্র আকর্ষন, দশজনের মধ্যে একজন হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, মাথা উঁচু করে চলার শক্তি আর অন্যদিকে নিষিদ্ধ বা অসামাজিক কর্মের প্রতি মোহ। দু'য়ের মধ্যে কখনো ঐক্য সম্ভব নয় তাই মনের প্রতি অযাচিত চাঞ্চল্য ও আমোদ, প্রিয়তাকে বিসর্জন দিয়ে এক ধরণের কপট গাম্ভীর্য নিয়ে তিনি চলাফেরা করতেন এবং দ্বৈত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। উঁচু মানের জীবনপদ্ধতি, ছোটখাটো উচ্ছ্বাস ও আনন্দের ব্যাপারগুলো লজ্জার তাড়নায় লুকাতে শুরু করলেন। দোষগুলো তেমন মারাত্মক কিছু না হলেও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে লাজুক করে তুলল এবং তার বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানসাধনা ও গবেষণা, গুপ্ত রহস্য ও অতি প্রাকৃত শক্তি রহস্য উন্মোচনে কাজ করতে লাগল। অতি মাত্রায় অর্জিত জ্ঞানই ছিল অধঃপতনের মূল কারণ। তিনি বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতা দিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মানুষের সত্তা আসলে একক নয়, দ্বৈত। প্রতিটি মানুষ অনেকগুলো স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সমষ্টি। তার আবিষ্কৃত একটা মাদক ওষুধ পান করা মাত্রই মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয় দ্রুত ঘটে অন্য এক সত্তায় পরিণত হয়। ড. জেকিলের তুলনায় হাইড ছিল ছোট ও অল্প বয়স্ক। মুখের পবিত্র ভাব পরিবর্তন হয়ে শয়তানীর ছাপে পরিণত হত। হাইডের কুৎসিত মুখ ছিল পুরোটাই মন্দ। নতুন রকমের রোমাঞ্চ অনুভব করে শরীরের হালকা অনুভূতি নিয়ে ড. হেনরি জেকিলের স্থলে পাপিষ্ট এডওয়ার্ড হাইডের আর্বিভাব ঘটিয়ে মজার খেলা খেলত। প্রকৃত পক্ষে হাইডের কোনো অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না। কেবল রসায়নাগারে ওষুধটা পান করে হাইড অদৃশ্য হয়ে যেতেন এবং তার স্থানে এসে যেতেন সম্মানিত ও সকলের শ্রদ্ধেয় ড. হেনরি জেকিল। অত্যন্ত গোপনে ও সতর্কভাবে তিনি বিজ্ঞানাগারে এই ওষুধ সেবনের মাধ্যমে অসম্ভব কাজগুলো করতেন। হাইডের অপকারী দুর্বৃত্ত, নির্দয়, পশুবৃত্তি ও পাপাচারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন ড. জেকিল। ঘন ঘন ওষুধ পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে ড. জেকিলের ভালো সত্তা হারিয়ে গিয়ে হাইডের সত্তার কাছে পরাজিত হলো। অবশেষে নিজের ভিতরে দুর্দম পশুকে আর বন্দী করে রাখতে পারলেন না। বেরিয়ে এলো ক্ষুব্ধ গর্জনে হিংস্র নিষ্ঠুর আচরণ। মানুষকে পিটিয়ে খুন করে নারকীয় উল্লাস করে সর্বোপরি মহা সর্বনাশ করে চলতে লাগল। ভি.আই.পি খুনের অপরাধে ফাঁসি হতে বাধ্য মি. হাইড তখন নিরাশ্রয় এবং ফেরারি আসামি। পরবর্তীতে হাইডকে পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। আশ্চর্যজনক দ্বৈত চরিত্র বিলীন হয়ে রয়েছে একটি চরিত্রের মধ্যে। সম্মানিত পাঠকেরা বুঝতে পেরেছেন এই কাহিনীর সারমর্ম। প্রতিটি মানুষের চরিত্র ও ব্যবহারের পরিবর্তন হয়। প্রতিটি মানুষ অনেক সত্তায় গঠিত। যেমন- আপনি কারও পিতা, কারও সন্তান, কারও শিক্ষক, কারও ছাত্র, কারও প্রিয়, কারও অপ্রিয়, ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় একবার এক লেখকের খুব ইচ্ছা জাগে পৃথিবীতে নিষ্পাপ মানুষের ছবি তুলে প্রচার করবে। তিনি নিষ্পাপ মানুষের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। নিষ্পাপ, নিরপরাধ, নির্দোষ, মানুষ এই সমাজে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তখন তিনি ভাবলেন শিশু ছাড়া নিরপরাধ কেউ নয়। ফটোগ্রাফার নিয়ে ছবি তোলার আগে শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করল "বাবু তুমি কি কি খাবে"? শিশুটি বলল, "আপেল, চকলেট, চিপস ইত্যাদি"। লেখক শিশুটির

*শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

ছবি তুলে হাজার হাজার কপি নিরপরাধ, নিষ্পাপ মানুষের বলে বিক্রি করলেন। প্রায় কুড়ি বছর পর কৌতুহলী লেখক এবার একজন পাপী, অপরাধী, দোষী লোকের সন্ধান করতে লাগলেন তখন লোকেরা বললেন, রেল স্টেশনের ধারে ঐ যে যুবকটি ঘুমন্ত ও অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেই পাপী। নেশার টানে ঐ যুবকটি পৃথিবীতে পারে না এমন কোনো খারাপ কাজ নেই। ঘুম থেকে উঠে বা চেতনা ফিরে পাওয়ার পর লেখক ঐ যুবককে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি কি খাবে?" অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত যুবকটি বলে, মদ, হিরোইন, ইয়াবা ইত্যাদি। লেখক ফটোগ্রাফারকে ডেকে নিয়ে এসে ছবি তুলতে চাইলে ফটোগ্রাফার বলেন, স্যার! আজ যার ছবি তুলছি সে হলো ঐ শিশুটি যাকে আপনি নিষ্পাপের প্রতীক মনে করে প্রচার করেছিলেন আর আমি ছবি তুলেছিলাম। ফটোগ্রাফার যুবকটির পূর্বপরিচয় জানতেন তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন। দুর্ভাগ্য বা শিক্ষা বা বৈরী পরিবেশে, ঘুনে ধরা সমাজে, হাতের কাছে মাদকের অবাধ বিস্তারে একসময়ের নিষ্পাপ শিশু পাপী যুবকে পরিণত। লেখক এই পাপী যুবকটির ছবি তুলে হাজার হাজার কপি বিক্রি করলেন। নীতি-নৈতিকতা, বিবেক, মূল্যবোধ না থাকায় অথবা রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভে সারা পৃথিবীতে আজ মাদকের অবাধ বিস্তার ঘটেছে। এখন আমরা খুবই একটা জটিল সময় অতিক্রম করছি। ১৮ আগস্ট ২০১৩ ঢাকার চামেলীবাগের পুলিশ দম্পতির খুনের ঘটনা কে না জানে? হত্যাকাণ্ডের আগে চেতনানাশক ঔষধ কৌশলে খাইয়ে দিয়ে নির্মম, নির্দয়, জঘন্য ও আলোচিত হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে তাদেরই ঔরসজাত মেয়ে ঐশী। পিতা-মাতার কাছে একসময়ের ছোট্ট নিষ্পাপ শিশু ঐশী (সুন্দর নাম) আজ সকলের কাছে খুনী, অপরাধী ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত নামটি (মীরজাফরের মতো)। একটা খারাপ চেতনার উদাহরণ। এর জন্য কি পুরোপুরি বা শতভাগ ঐশীই দায়ী? অত্যন্ত আধুনিক করে যারা তাকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে তারা কি সাধু-সাধ্বী? টিন এজ বা কিশোর-কিশোরী বয়সে (হতে পারে আঠারোর কম বা বেশি) ঐশী যদি মাসে স্বেচ্ছায় হাত খরচ বাবদ এক লাখ টাকা পেয়ে থাকে তবে তা আশ্চর্যের বিষয়। যারা তাকে এতগুলো টাকা দিয়ে দিলেন তাদের কি খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল না। ঐ টাকা কি কাজে ব্যবহার হচ্ছে? বাবা-মা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কেন উদাসীনতার পরিচয় দিলেন? সে প্রশ্ন আজ কে করবেন? কাদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল সেটা কি খোঁজ-খবর নেওয়া অভিভাবকদের উচিত ছিল না? আর যখন খোঁজ-খবর নিয়েছেন তখন সব শেষ অর্থাৎ- পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে গেছে। ঐশী তখন ড. জেকিল থেকে মি. হাইডে পরিণত হয়ে গেছে। ঐশীর বয়ফ্রেন্ড ছিল পনের জন। কোনো দিন বাসায় ফিরত, কোনো দিন ফিরত না। বিভিন্ন প্রকার মাদক দ্রব্য এবং ইয়াবা নিয়মিত খেত। টুইন টাওয়ারে ডিজে ক্লাবে নিয়মিত যেত। অনেক দেরিতে তার বখাটেপনায় বাঁধা দেওয়া হয়। কারফিউ জারির মতো কড়াকড়ি শাসন, টাকা-পয়সা দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। জীবন ও যৌবনের সমস্ত সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পর কি আর পিছনে ফিরে যাওয়া সম্ভব? নদীর স্রোত এবং সময়ের গতি কখনো উল্টো পথে যায় না। ভেবে আশ্চর্যান্বিত অবাক হই অত্যন্ত মেধাবী ঐশী তৃতীয় শ্রেণী থেকে ডায়েরী লিখত। কি লিখত জানি না। তবে ডায়েরীতে সর্বদা ভালো কিছু লেখা উচিত। কারণ সেটা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একটা বার্তা বহণ করে। ঐশীর বয়সের মতো একবার এক ছাত্রী প্রাইভেট টিউটরের কাছে প্রেম পত্রের উত্তর লিখা চাইলে গৃহশিক্ষক বলেন, বেয়াদব মেয়ে তোমার বাবা-মার কাছে এই বিষয়ে নালিশ করব। মেয়েটি উত্তরে বলে, স্যার নালিশ করে লাভ নেই। আমার বাবা-মার ডায়েরী পড়ে দেখেছি তারা প্রেম বা আর কি কি করেছে। সুতরাং এমন পিতা-মাতা কি নৈতিক অধিকার রাখে সন্তানকে শাসন করার? তাহলে নিরপরাধ সন্তান কার কাছে ভালো কিছু শিখবে? ঐশী হয়তো পরিবারে ভালো কিছু শিখতে পারেনি। তাই সে আজ দণ্ডিত অপরাধী। নিম্ন আদালতে ফাঁসির রায় হওয়ার পর জেলখানায় থাকা সেখানকার আশপাশের লোকেরা তার দিকে বাঁকা বা তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাবে, কেউবা বলবে পিতা-মাতার খুনী, কেউবা ধিক্কার জানাবে। ফুলের মতো নিষ্পাপ মুখ খানি আজ কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত। ঐশীকে মাদকাসক্ত করার নেপথ্যে যারা ভূমিকা রেখেছে তারা আজ ধরাছোঁয়ার বাইরে। এভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে আরো ঐশী তৈরি হবে। আর যেন ঐশী তৈরি না হয় এমন আর্তনাদ জানাই সকলের কাছে। নিকট ভবিষ্যত বলে দিবে ঐশীর আইনের অবশিষ্ট প্রক্রিয়া (উচ্চ আদালতে চলমান এবং মহামান্য রাষ্টপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন)।

পরিশেষে সকলকে এ নৃশংস ও হৃদয়বিদারক ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনুরোধ করছি। পিতা-মাতা সর্বদাই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। কাজেই তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অন্যায় পথে যাওয়া কোনো সন্তানের উচিত নয়। চেতন বা অবচেতন মনে অন্যায় করে বা বিপদে পড়লে যারা আশ্রয় দেয় সেই পিতৃকোল বা মাতৃক্রোড় আজ ঐশীর নেই। সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে পৃথিবীর পরিবেশ কতটা বৈরী এবং আইনের শাসন কতটা শক্তিশালী। মানুষ পরিবার পরিজন ছাড়া অন্যের কাছে কতটা অসহায়। নেশাগ্রস্ত ঐশীর শাস্তি আজ নেশাহীন ঐশী ভোগ করছে, করতেই থাকবে। আইনের দৃষ্টিতে দণ্ডিত, খুনি, অপরাধী, সমাজে ঘৃনিত বা অন্যায়কারী ঐশীর বাবা-মার অবিনশ্বর আত্মা এরপরেও ঐ দুর থেকে এখন কি চাইছে বা ভাবছে তা আমি জানি না। ☒

জমঈয়ত সংবাদ

নোয়াগাঁও-কালনী এলাকার দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন

গত ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াগাঁও-কালনী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের যৌথ উদ্যোগে ৫ম বার্ষিকী দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জি. আহসান আ. রব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্জ আরফান উদ্দিন ভূঁইয়া, পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে সেক্রেটারি আলহাজ্জ নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া, এলাকা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নির্বাহী পরিষদের সদস্য শাইখ ড. মুযাফফর বিন মহসিন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাইখ ড. শফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হারিস, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাইখ ড. মো. আশরাফ উদ্দিন, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক শাইখ হাফেয মাওলানা জুলফিকার আলী, কাতলাসেন কাদিরিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রভাষক শাইখ আবুল বাশার বিন আব্দুল কাদির। এলাকা শুব্বান সভাপতি শাইখ মোহাম্মদ ইউসুফ, সেক্রেটারি শাইখ আনিসুর রহমান প্রমুখ। উপস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রমজান মিয়া ও এলাকা শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইমরান হোসেন।

দু'আর আবেদন

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক আরাফাত-এর প্রবীণ কম্পোজিটর জনাব আব্দুল কালাম (৬৯) হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোকজনিত অসুস্থ হয়ে রাজধানীর সালাউদ্দিন স্পেশালাইজড হসপিটালে গত (১০ ফেব্রুয়ারি) থেকে চিকিৎসাধীন আছেন। তার আরোগ্য কামনা করে সকলকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন –আমীন।

উল্লেখ্য যে, তিনি ১৯৭১ সাল থেকে অদ্যাবধি জমঈয়ত দফতরে কর্মরত আছেন। ***–সহযোগী সম্পাদক***

বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রাহীম

রমাযানুল মুবারকের আহ্বান

আলহামদুলিল্লাহ! রমাযানুল মুবারক সমাগত।

আসুন! রমাযানকে নিয়ামত হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগত বান্দা হতে সচেষ্ট হই।

- আল কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য রমাযানের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। আসুন! আল কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থসহ উপলব্ধি করতঃ নিয়মিত অধ্যয়ন করি;
- সওম কবূলের প্রত্যাশায় কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক 'আমল করতে সচেষ্ট হই;
- যাবতীয় শির্ক-বিদ'আত, কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজের পরিত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিই;
- যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, সুদ-ঘুষ, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি;
- মাযহাবী সংকীর্ণতা, অন্ধ অনুকরণ ও দলাদলি পরিহার করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা করি;
- দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে মুনাফাখোর ও মজুদদারদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলি;
- বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে 'আমলে পরিণত করি এবং সর্বসাধারণের মাঝে দা'ওয়াত পৌঁছে দিই;
- রমাযানুল মুবারকে স্বীয় দানের হাতকে সম্প্রসারিত করে ইহ-পরকালীন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জন এবং গরীব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে সচেষ্ট হই;
- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বংলাদেশ-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে কিছু সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক্ব দিন –আমীন।

স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা

রমাযান ও আমাদের স্বাস্থ্য

-ডা. মুহাম্মদ শামসুল আলম*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

﴿أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা যদি সাওম রাখো তবে তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য কল্যাণ, তোমরা যদি উপলব্ধি করো।"[১৫০]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাওমের অশেষ উপকারিতার বিষয় এক কথায় বলে দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে এ কথা দাঁড়ায় যে সাওম ইহ-পরকালের পূর্ণ কল্যাণে পরিপূর্ণ। অনেকে মনে করতে পারেন সাওম কেবল গুনাহ মাফ আর জান্নাত লাভের উপায়, এর সাথে পার্থিব কল্যাণের তেমন সম্পর্ক নেই, এতে শরীর ও মনের উপর চাপ ও কষ্টই বরং নিহিত আছে। অথচ গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে পারলৌকিক কল্যাণের সাথে ইহকালের অশেষ কল্যাণও জড়িত আছে। জ্ঞানী, গুণী ও বিজ্ঞানীদের অনেকেই তা বুঝার চেষ্টা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা সাওম রাখো ও সুস্থ থাকো।" তিনি আরো বলেছেন,

"الصِّيَامُ جُنَّةٌ".

অর্থাৎ- 'সাওম ঢালস্বরূপ।'[১৫১]

এই ঢাল যেমন পাপ থেকে বাঁচায়, তেমনি রোগ-শোক, অস্বাস্থ্য, অনাচার-দুরাচার থেকেও বাঁচার ঢাল।

বিজ্ঞানীরা আমাদের অনেক উপদেশ দেন, চর্বি কম খাও, ধূমপান করো না, ফাস্টফুড এড়িয়ে চলো, ব্যায়াম করো, নেশা পরিহার করো। কিন্তু আমরা এগুলো শুনলেও অভ্যস্ত হতে পারি না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপরীতে চলেছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশে কোটি কোটি মানুষ সালাত-সাওমসহ অসংখ্য কঠিন কাজ অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞান যদি হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলে তবে তাতে মানবসভ্যতা আরো বিকশিত হতে পারে। অথচ কিছু মানুষ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টিতে আগ্রহী।

সাওমের স্বাস্থ্যগত দিক সম্পর্কে আমরা এখন আলোকপাতের চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কি বলেছেন তা আমরা দেখতে পারি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস বহু শতাব্দী পূর্বে বলেছেন,

'The more you nourish a diseased body the worse you make it.'

অর্থাৎ- 'অসুস্থ দেহে যতই খাবার দেবে, ততই রোগ বাড়তে থাকবে।'

একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ইবনু সিনা তার অনেক রোগীদের তিন সপ্তাহ সাওম রাখার উপদেশ দিতেন।

প্রখ্যাত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী ডা. শেলটন তার 'সুপিরিয়র নিউট্রিশন' গ্রন্থে বলেছেন, 'উপবাসকালে শরীরের মধ্যস্থিত প্রোটিন, ফ্যাট ও শর্করা জাতীয় পদার্থসমূহ স্বয়ংপাচিত হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কোষগুলোতে পুষ্টিবিধান হয়। এর ফলে শরীরে উৎপন্ন উৎসেচকগুলো বিভিন্ন কোষে ছড়িয়ে পড়ে। এটি হচ্ছে শরীর বিক্রিয়ার এক স্বাভাবিক পদ্ধতি। সাওম এই পদ্ধতিকে সহজ, স্বাভাবিক ও গতিময় করে।

ডা. আইজ্যাক জেনিংস বলেছেন, 'যারা আলস্য ও গোঁড়ামীর কারণে এবং অতিভোজনের দরুণ নিজেদের জীবনীশক্তিকে ভারাক্রান্ত করে ধীরে ধীরে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়, সাওম তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে।'

অধ্যাপক ডা. নাকিটন বলেছেন, 'তিনটি নিয়ম পালন করলে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্যাদি বের হয়ে যাবে এবং বার্ধক্য থামিয়ে দেবে। তাঁর বর্ণিত তিনটি নিয়ম হলো, অধিক পরিশ্রম, অধিক ব্যায়াম এবং মাসে কমপক্ষে একদিন উপবাস।'

ডা. এমারসন বলেন, 'সিয়ামে মানুষের মনের ওপর দারুন প্রভাব পড়ে। যেমন- কর্মে মনোযোগ আসে, পশুত্ব দূরীভূত হয়, যা সমাজ গঠনে সহায়তা করে।'

---

* *লেখক, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১৫০] *সূরা আল বাক্বারাহ ২ : ১৮৪।*

[১৫১] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম- হা: ১৬২/১১৫১।*

চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. ক্লাইভ বলেন, 'সাওমের বিধান স্বাস্থ্যসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত। সেহেতু ভারত, জাপান, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ নাইজেরিয়াতে অন্যসব এলাকার তুলনায় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় রোগব্যাধি কম দেখা যায়।'

এভাবে বিশ্বের অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী সাওমের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন।

আমরা কতিপয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মন্তব্য উল্লেখ করলাম। এখন আমরা আলোচনা করব সাওমের কিছু সুনির্দিষ্ট শারীরিক উপকারিতা নিয়ে।

বিষক্রিয়া দূরীকরণ : আমরা সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা সাওম বা উপবাসে থাকি। সারাবছর অবিশ্রান্ত ভোজনের ফলে আমাদের শরীরে কিছু বিষাক্ত পদার্থ জমা হতে থাকে। সাওম এই বিষাক্ত পদার্থগুলো থেকে মুক্তির সুযোগ এনে দেয়। সাওমে লম্বা সময় না খেয়ে থাকায় দহনের মাধ্যমে এই বিষাক্ত পদার্থগুলো বের হয়ে যায়। লিভার, কিডনি ও অন্যান্য অংগ-প্রত্যঙ্গ এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ও শরীর বিরাট স্বস্তি পায়।

পরিপাক প্রণালীর বিরতি গ্রহণ : শরীরে পরিপাকের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাওমের সময় বিরতি পায়। পাচক রস তখন ধীরে নিঃসরিত হয়। ফলে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর ক্লান্তি নাশ হয়। পরবর্তীতে হজমশক্তিও বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলি, খাদ্যনালী, যকৃত, পিত্তথলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, প্রভৃতি অঙ্গাদি বিশ্রাম পেয়ে নতুন উদ্যমের অধিকারী হয়।

সাওম ওজন কমায় : যারা ওজন কমাতে ইচ্ছা রাখেন, তাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। সাওম এ বিষয়ে অত্যন্ত সহায়ক। সাওম আহারেচ্ছা ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সারাদিন না খেয়ে থাকলে পাকস্থলী সংকুচিত হয়, ফলে কম খাবারেই পেট ভরে যায়। এছাড়া তারাবীর সালাতও মাঝারী ব্যায়ামের কাজ করে। সুতরাং সাওমের সময় পরিমিত আহার ও সংযত জীবন-যাপন পরবর্তীতে ধরে রাখলে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

হার্ট ও রক্তসঞ্চালনতন্ত্র : নিয়মিত সাওম পালন করলে ওজন কমার পাশাপাশি কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে রক্তনালীতে চর্বি জমতে পারে না। এর দরুন হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, পিত্তথলীতে পাথর, বাত প্রভৃতি মারাত্মক রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

সাওমে মানসিক স্বাস্থ্য : সাওম রাখলে স্ট্রেস হরমোন 'কর্টিসল' কম নিঃসরিত হয়। ফলে মানসিক চাপ কম থাকে। এছাড়া মস্তিষ্কের সেরিব্রাম, সেরিবেলাম ও লিম্বিক সিস্টেমের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। ফলে অশান্তি, দুশ্চিন্তা দূর হয়, বিভিন্ন মানসিক সমস্যা ও ব্যাধি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

সাওমে সামগ্রিক স্বাস্থ্য : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে স্বাস্থ্যকে বলা হয়েছে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকা, কেবলমাত্র রোগ না থাকাই স্বাস্থ্য নয়। সাওমে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা উপরে বলা হয়েছে, আর সামাজিকভাবে ভালো থাকা যায়-পারস্পরিক সহানুভূতি, ত্যাগ-তিতীক্ষা, পশুত্ব ও প্রবৃত্তির উদ্দামতা হ্রাস, একে অন্যের সাথে একাত্মতার মাধ্যমে। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একত্রে, একসাথে সাওম রাখেন, যা সামাজিক ঐকতানের সৃষ্টি করে। সুতরাং সাওম সামাজিক সুস্থতারও নিয়ামক।

সাওমে অনিয়ম ও অনাচার : যদিও সাওম সংযম শেখায়, কিন্তু আমরা তার মূল শিক্ষা ভুলে যাই। ইফতারি থেকে পরবর্তী সময়ে আমরা যাচ্ছে তাই খাওয়াতে লিপ্ত থাকি। ভাজাপোড়া, কোল্ড ড্রিংকস, ভুরিভোজ ইত্যাদি আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিবন্ধক। সংযমের মূলশিক্ষা যা রোযার মূল প্রতিপাদ্য তা অটুট রাখা বাঞ্ছনীয়।

আবার যদিও সাওমে সামাজিক উৎকর্ষতার কথা বলা হয়, কিন্তু অনেকেই সাওমের মাসকে 'ইবাদত, দান, ত্যাগ, সংযমের মাস হিসাবে না নিয়ে বরং মুনাফাখোরী ও সুবিধা ভোগের মাস হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। যা আমাদের জন্য আত্মঘাতী কার্যক্রম। আল্লাহ আমাদের পূর্ণ সংযমী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাওমের বিধানে কিছু অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ 'আলেম ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার : সাওম সংযম, পবিত্রতা ও সার্বিক উৎকর্ষতার বাণী নিয়ে আমাদের কাছে আসে। এর যথাযথ মূল্যায়ন আমাদের ইহ-পরকালের পূর্ণ সফলতার দিক নির্দেশ করে। আসুন আমরা রমাযানকে উপলব্ধি করি ও বাস্তবায়ন করি।

'আল্লাহুম্মা ওয়াফ্ফিকনা লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা ওয়াজআল আখিরাতিনা খাইরাম মিনাল উলা।' ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ১৯-২০ সংখ্যা ❖ ১০ ফেব্রুয়ারি- ২০২৫ ঈ. ❖ ১০ শা'বান- ১৪৪৬ হি.

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের উপর রোযা ফর্‌য করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো– কবে বা কখন এ সওম ফর্‌য করা হলো?***

ইমরান হোসেন
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

জবাব : হিজরি সনের দ্বিতীয় বর্ষের শা'বান মাসে মুসলিম উম্মার উপর রমাযানের সিয়াম সাধনা ফর্‌য হয়েছে। *(আল মাজমূ'উল ফাতাওয়া- ৬/২৫০)*

এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

অর্থ : "হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর সাওমের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পারো।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৩)*

ইমাম নব্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নয় বছর রমাযানের ফর্‌য সিয়াম পালন করেন। কেননা দ্বিতীয় হিজরি শা'বান মাসে এ সিয়াম ফর্‌য হয়, আর তিনি একাদশ হিজরিতে রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। *(আল মাজমুল ফাতাওয়া- ইমাম নববী, ৬/২৫০)*

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমি শুনেছি রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। বিষয়টি কি সঠিক? জানিয়ে উপকৃত করবেন।***

রিজিয়া আক্তার
ডেমরা, ঢাকা।

জবাব : হাদীসের আম বর্ণনা মতে সাওম বা সাধারণ উভয় অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নত– ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭, সহীহ)***। সাওম অবস্থায় টুথপেস্ট ব্যবহারেও কোনো নিষেধ নেই; যদি কণ্ঠনালীতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা না থাকে। এজন্য খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। যদি কণ্ঠনালীতে পৌঁছানো সম্ভাবনা থাকে তবে ইফতারের পর ব্যবহার করাই উত্তম– *(ফিকহুল 'ইবাদাত- অধ্যায় : সিয়াম)*। –আল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আমার শ্বশুর এমন বৃদ্ধ যে, রোযা রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন আমাদের করণীয় কী?***

নাসরিন ইসলাম
মানিকগঞ্জ।

জবাব : এরূপ অবস্থায় মিসকীনকে ফিদইয়া দিলেই চলবে। আর তা হতে পারে দিনের সংখ্যানুযায়ী মিসকীনদের একত্র করে খাবার খাওয়ানো অথবা দিনের সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' অর্থাৎ- সোয়া কেজি খাবার প্রদান করা– *(আল ফিকহুল মুইয়াস্সার- পৃ. ২০৭)*। –আল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমার উপর রোযা ফর্‌য হয়েছে। এখন আমাকে নিয়ত করতে হবে কি এবং কীভাবে ও কখন করব?***

তানভীর
মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : ফর্‌য সিয়ামের জন্য রাতে তথা সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা আবশ্যক এবং নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর, তা মুখে উচ্চারণ করা বিদ'আত। তবে নফল সিয়ামের জন্য দিনের যে কোনো সময় নিয়ত করা শুদ্ধ হবে, যতক্ষণ না সিয়াম বিনষ্টকারী কোনো কিছু ঘটবে। কিন্তু নিয়ত করার সময় হতে সাওয়াব গণনা শুরু হবে– *(সিয়াম-রামাযান, তার ফযীলত, তার আদব, তার বিধান- পৃ. ৭)*। –আল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***রমাযান মাসে কেউ মারা গেলে সে জান্নাতে যাবে –এ কথাটা কি ঠিক? দয়া করে জানাবেন।***

আমীন খান
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

জবাব : রমাযান মাস আসলে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়– এর অর্থ নেক 'আমলকারীকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা, যাতে সে পূর্ণ ঈমান নিয়ে একাগ্রচিত্তে 'ইবাদত করতে পারে। আর যেন সে কোনো নাফরমানী

না করে। রমাযানে মৃত্যুবরণ করলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে– মর্মে কোনো বর্ণনা নেই। মহানবী (ﷺ) যাদের সম্পর্কে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে বলেছেন, তারা হলেন– যারা কোনো ঝাড়ফুঁক চান না, লোহা পুড়ে দাগ দিয়ে কোনো চিকিৎসা গ্রহণ করেন না, কোনো কিছু দেখে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করেন না; বরং তারা তাদের রবের প্রতি পূর্ণ ভরসাকারী"– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫৪১, সহীহ মুসলিম- হা. ২১৮)*। –আল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***আমি ফজর/মাগরিব/'ইশা'র সালাতে শরীক হলাম এমন অবস্থায় যে, ইমাম সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠের মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে গিয়ে পৌঁছেছেন। এমতাবস্থায় আমি আল্লাহু আকবার বলে সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার পর কি করব? আমি কি সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়ব, না কি চুপ থেকে ইমামকে অনুসরণ করব?***

আশরাফুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

জবাব : সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা ফর্‌য। এটা ব্যতীত সালাত হবে না। রাসূল (ﷺ) বলেন :

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

"যে ব্যক্তি সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করে না, তার সালাত পূরা হবে না।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৩, মা. শা., হা. ৭৫৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৯০০, মা. শা., হা. ৩৪/৩৯৪)*

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

"যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, অথচ উম্মুল কুরআন তথা সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করল না, তার সালাত অসম্পূর্ণ। এ কথাটি ৩ বার বলে বললেন– সালাত পুরা হয়নি।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৮/৩৯৫)*

মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে অবশ্যই সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করতে হবে। রাসূল (ﷺ)-এর পিছনে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ক্বিরাত পড়লে তাঁদেরকে পরিস্কার করে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

"তোমরা এমনটি করবে না, কেবল উম্মুল কুরআন তথা সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে। কেননা, যে এটা পাঠ করে না তার সালাত হয় না।" *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৬৭১; আস্ সুনান আস্ সুগরা- হা. ৫৩৪)*

সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠের আবশ্যকতা সম্পর্কে আরো বহু সহীহ ও বলিষ্ঠ হাদীস রয়েছে। তাই আপনি তাকবীরে তাহরিমার পর সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করে যথারীতি ইমামের অনুসরণ করে সালাত সম্পন্ন করুন!

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***আমি মহান আল্লাহর মেহেরবাণীতে নফল সিয়াম পালন করি। একদিন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে –এ বিশ্বাস করে ইফতার করে ফেলি, পরে জানতে পারি যে সময়ে আমি ইফতার করেছি তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। এই ইফতারের পর পর মসজিদে আযান হয় এবং আমি মাগরিবের সালাত জামা'আতে আদায় করি। এক্ষণে আমার প্রশ্ন– এই সাওম সহীহ হয়েছে কি?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঝরনারপাড়, সিলেট।

জবাব : আপনার বর্ণনা সঠিক হলে সাওম সহীহ বলে গণ্য হবে। আসমা বিনতু আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : আমরা রমাযানে মেঘমালার মধ্যে সূর্যাস্ত হয়েছে ভেবে ইফতার করে ফেলি। পরে সূর্য প্রকাশ পায়।

আর এ সাওম ক্বাযা করার কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়নি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়– আপনার সাওম সহীহ হয়েছে। কারণ আপনি ইফতারের পর মাগরিবের সালাতের মাঝখানে আর কোনো খাবার গ্রহণ করেননি। যদি সূর্য প্রকাশ পাওয়ার পরও কিছু খেতেন বা পান করতেন, তাহলে সে সিয়াম ভেঙ্গে গেছে বলে বিবেচিত হত। –আল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমি জেনেছি যে, পর্দা করা ফর্‌য। আমার প্রশ্ন হলো– আমি কি আমার স্ত্রীকে ফ্যাশান বোরকা কিনে দিতে পারব?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

জবাব : আপনার স্ত্রীকে আপনি সাধারণ বোরকা কিনে দিবেন, তবে সেটা আপনার সামর্থানুসারে দামীও হতে পারে, তাতে অসুবিধা নেই। তবে পরপুরুষকে আকৃষ্টকারী ফ্যাশন বোরকা পরিধান করা নারীর জন্য বৈধ নয়। বোরকার উদ্দেশ্য হতে হবে পর্দা রক্ষা করা এবং নারীর নিজের শালীনতা অটুট রাখা। বর্তমান বাজারে বোরকার দু'দিক দিয়ে উড়ে এবং সামনের দিকে ফাড়া। এ ধরনের বোরকা পাওয়া যায়, যা নারীকে বোরকা পরিহিতা নির্লজ্জা বানাচ্ছে এবং এ বোরকা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যই নারীরা পড়ছে। নারীর পোষাক-আষাক এবং চাল-চলন বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসটি অত্যন্ত সাবধানবাণী সম্বলিত–

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا».

দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী যাদেরকে আমি দেখিনি। যেসব লোক গরুর লেজের ন্যায় চাবুক ধারণ করে থাকে, যা দিয়ে মানুষদের প্রহার করে। আরেক শ্রেণী হলো– ঐ নারীরা যারা কাপড় পড়েও নগ্ন থাকে, তারা পরপুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরপুরুষদেরকেও নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের মাথা উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রানও পাবে না, যদিও জান্নাতের সুঘ্রান বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৮০, মা. শা., হা. ১২৫/২১২৮)*

হাদীসে বর্ণিত "কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ" নারীদের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "তারা আটসাটো সংক্ষিপ্ত পোষাক পড়ে, তাতে তাদের আবৃত রাখার অঙ্গগুলোর পর্দা হয় না।" তিনি এর ব্যাখ্যায় আরো বলেন, তারা এমন চিকন ও পাতলা পোষাক পড়ে যাতে তাদের শরীরের কোনো অঙ্গ দৃশ্যমান হয়।" *(ফাতাওয়া আশ শাইখ মুহাম্মদ বিন উসাইমিন- ২/৮২৫)*

হাদীসে বর্ণিত– مَائِلَاتٌ এবং مُمِيْلَاتٌ-এর অর্থ প্রসঙ্গে ইমাম নব্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা পরপুরুষদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, আবার পরপুরুষদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের সৌন্দর্যকে তারা মেলে দেয়। *(শরহে নব্বী আল সহীহ মুসলিম- ১৭/১৯১)*

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***আমাদের দেশে বহু বিবাহিত পুরুষ বিদেশে কাজ করেন। আবার এমনও অনেকে আছেন– যারা দেশের অন্য জেলায় কর্মরত আছেন, কিন্তু দীর্ঘ দিন বাড়ি যান না। আমার প্রশ্ন হলো– পরিবার-পরিজন ও স্ত্রী ছেড়ে এক নাগাড়ে কতদিন পর্যন্ত বিদেশে অবস্থান করা যাবে?***

মাহদী হাসান

ডিমলা, নীলফামারী।

জবাব : মূলতঃ মহান আল্লাহর পর জমিনে স্ত্রীর হিফাজতকারী হচ্ছে তার স্বামী।

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এ কারণে যে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে...।" *(সূরা আন্ নিসা : ৩৪)*

এ জন্য রাসূল (ﷺ) পরিবার থেকে দূরে থাকতে নিষেধ করেছেন। অগত্যা পরিবারের প্রয়োজনে দূরে গেলেও কাজ শেষ হওয়ার পর দ্রুত পরিবারের কাছে ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর স্ত্রী থেকে দূরে থাকার বিষয় (অর্থাৎ- স্ত্রীর দৈহিক চাহিদা পূরণ হতে দূরে থাকা) সম্পর্কে খলীফা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। আর এ মাস'আলায় ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) ৬ মাস পর্যন্ত বৈধ বলেছেন। *(আল-মাওসূ'আ আল-ফিকহিয়্যাহ- ২৯/৬৩ ও ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্- ৩/২১২)*

মোদ্দা কথা-স্ত্রীর চাহিদা না মিটিয়ে বা তার স্বাভাবিক অনুমতি ছাড়া ৬ (ছয়) মাসের বেশি পরিবার থেকে দূরে থাকা যাবে না। সার্বিক বিবেচনায় এ বিষয়ে মুসলিম পরিবারের কর্তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***আমরা জানি যে, তিলাওয়াতে সাজদার নির্ধারিত দু'আ আছে। যদি কোনো ব্যক্তি ঐ দু'আ না জানে তাহলে তিলাওয়াতে সাজদায় কি পড়বে? মেহেরবানী করে সঠিক জবাব দানে ধন্য করবেন।***

মো. আবূ জাফর

বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : তিলাওয়াতের সিজদায় পঠিত দু'আ হলো–

«سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ».

এটি সুনানের কিতাবে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪১৪; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৫৮০)*

সনদে ইখতেলাফ থাকায় হাদীসটি য'ঈফ। তবে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অপর সূত্রে সালাতের সাজদায় পঠিত দু'আ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ। অতএব বলা যায় যে, উক্ত দু'আটি পাঠ করতে হবে– এমনটি জরুরি নয়; বরং সালাতের সাজদায় যে সকল তাসবীহ পড়া সহীহ সনদে প্রমাণিত, এর যে কোনো একটি পাঠ করলেই তিলাওয়াতে সাজদাহ্ আদায় হয়ে যাবে। ☒

প্রচ্ছদ রচনা

আল সালেহ মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

আল সালেহ মসজিদ ইয়েমেনের সানায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ, যা দেশটির বৃহত্তম ধর্মীয় স্থাপত্য হিসেবে পরিচিত। এটি সানা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে আল সাবিন মা ও শিশু হাসপাতালের দক্ষিণে অবস্থিত। মসজিদটি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি আলী 'আব্দুল্লাহ সালেহ কর্তৃক উদ্বোধন করা হয় এবং মসজিদের নামকরণ করা হয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নাম অনুসারে, "আল সালেহ মসজিদ"। মসজিদটি নির্মাণের সময় বিপুল অর্থ ব্যয়ের ফলে এটি সমাজে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে কারণ তখন দেশটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই দুর্বিষহ। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে জানা যায়, সেই সময় ইয়েমেনের ৪২% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছিল এবং ৫ জনের মধ্যে ১ জন অপুষ্টির শিকার ছিলেন। আল সালেহ মসজিদটি নির্মাণে ব্যয় করা হয় প্রায় ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর আয়তন প্রায় ২৭,৩০০ বর্গমিটার এবং এর কেন্দ্রীয় হলের আয়তন ১৩,৫৯৬ বর্গমিটার যা ধারণ করতে পারে প্রায় ৪৪,০০০ মানুষ। মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী অত্যন্ত অনন্য এবং এতে ইয়েমেনি ও ইসলামি স্থাপত্যের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের গঠনশৈলীকে অনেকেই "হিমিয়ার স্থাপত্যশৈলী" হিসেবে উল্লেখ করেন। এটি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাথর, যার মধ্যে কালো ব্যাসল্ট শিলা, লাল, কালো ও সাদা রঙের চুনাপাথর অন্যতম। মসজিদটির মূল ভবনে মোট সাতটি সুসজ্জিত গম্বুজ রয়েছে। প্রধান গম্বুজটির ব্যাস ২৭.৪ মিটার এবং উচ্চতা ৩৯.৬ মিটার, অন্য চারটি গম্বুজের প্রতিটির ব্যাস ১৫.৬ মিটার এবং উচ্চতা ২০.৩৫ মিটার। মসজিদটির পনেরটি কাষ্ঠনির্মিত দরজা রয়েছে যার মধ্যে দশটি পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এবং পাঁচটি দক্ষিণে অবস্থিত। মসজিদের রঙিন কাচ-লাগানো জানালাগুলো স্থানীয়ভাবে কামারিয়াহ নামে পরিচিত। মসজিদে ছয়টি মিনার রয়েছে যার মধ্যে চারটির উচ্চতা ১৬০ মিটার। মসজিদের অভ্যন্তরে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ২৪ মিটার। এছাড়াও মসজিদের অভ্যন্তরে রয়েছে কুরআন শিক্ষার জন্য একটি মহাবিদ্যালয়, একটি গ্রন্থাগার এবং ৬০০ শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষ। মহিলাদের জন্য তিনটি বৃহৎ কক্ষ রয়েছে যেখানে প্রায় ২,০০০ মহিলা একসাথে প্রার্থনা করতে পারেন। মসজিদে আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বোমা-অনুসন্ধানকারী ডিভাইস ব্যবহৃত হয়। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইয়েমেনের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং হুতি বাহিনী ও সালেহপন্থীদের মধ্যে বিরোধের সময় মসজিদটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। এর পর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে হুতিরা মসজিদের গম্বুজকে সবুজ করে দিতে চায়। তবে মসজিদটির কার্যক্রম এখনো চালু রয়েছে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আল সালেহ মসজিদ ইয়েমেনের একমাত্র মসজিদ যেখানে পর্যটকদের প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং সবার জন্য এটি উন্মুক্ত। এটি মধ্যপন্থী ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা আল কায়েদার প্রভাবের বিপরীতে একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়। মসজিদটি ইয়েমেনের বৃহত্তম কুচকাওয়াজ স্থান আল-সাবিন স্কয়ারের নিকট অবস্থিত এবং এর পাশে একটি উদ্যানও রয়েছে যা স্থানীয় জনগণের বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। মসজিদটির পরিদর্শন ও পর্যটন যেকোনো ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত এবং এখানে নিয়মিত প্রার্থনা অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয় জাতীয় টেলিভিশনে। আল সালেহ মসজিদ একটি সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য যা ইয়েমেনের স্থাপত্য, ইতিহাস এবং ইসলামিক সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ☒

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

ফেব্রুয়ারি

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৫	০৭ : ০৩
০২	০৫ : ২২	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৩
০৩	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১৩	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৪
০৪	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১৩	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৭	০৭ : ০৪
০৫	০৫ : ২১	০৬ : ৩৭	১২ : ১৩	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৫
০৬	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৫
০৭	০৫ : ২০	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৬
০৮	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
০৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৫	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
১০	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫১	০৭ : ০৮
১১	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫১	০৭ : ০৮
১২	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫২	০৭ : ০৯
১৩	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৯
১৪	০৫ : ১৬	০৬ : ৩২	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ১০
১৫	০৫ : ১৬	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৪	০৭ : ১০
১৬	০৫ : ১৫	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৪	০৭ : ১১
১৭	০৫ : ১৪	০৬ : ৩০	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৫	০৭ : ১১
১৮	০৫ : ১৪	০৬ : ২৯	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
১৯	০৫ : ১৩	০৬ : ২৯	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২০	০৫ : ১৩	০৬ : ২৮	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৭	০৭ : ১৩
২১	০৫ : ১২	০৬ : ২৭	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৭	০৭ : ১৩
২২	০৫ : ১১	০৬ : ২৬	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৩	০৫ : ১০	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৪	০৫ : ১০	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৫	০৫ : ০৯	০৬ : ২৪	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৬	০৫ : ০৮	০৬ : ২৩	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৬ : ০০	০৭ : ১৫
২৭	০৫ : ০৭	০৬ : ২২	১২ : ১২	০৩ : ৩২	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
২৮	০৫: ০৭	০৬ : ২১	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০১	০৭ : ১৬

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত রামাযান-১৪৪৬হি./২০২৫ইং সালের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী (ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রামাযান	মার্চ			
০১	০২ মার্চ	রবিবার	০৫ : ০৪	০৬ : ০২
০২	০৩ মার্চ	সোমবার	০৫ : ০৩	০৬ : ০৩
০৩	০৪ মার্চ	মঙ্গলবার	০৫ : ০২	০৬ : ০৩
০৪	০৫ মার্চ	বুধবার	০৫ : ০১	০৬ : ০৩
০৫	০৬ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৫ : ০০	০৬ : ০৪
০৬	০৭ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৫৯	০৬ : ০৪
০৭	০৮ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৫৯	০৬ : ০৫
০৮	০৯ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৫৮	০৬ : ০৫
০৯	১০ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৫৭	০৬ : ০৬
১০	১১ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৫৬	০৬ : ০৬
১১	১২ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৫৫	০৬ : ০৭
১২	১৩ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৫৪	০৬ : ০৭
১৩	১৪ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৫৩	০৬ : ০৮
১৪	১৫ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৫২	০৬ : ০৮
১৫	১৬ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৫১	০৬ : ০৮
১৬	১৭ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৫০	০৬ : ০৯
১৭	১৮ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৪৯	০৬ : ০৯
১৮	১৯ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৯
১৯	২০ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৪৭	০৬ : ১০
২০	২১ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৬	০৬ : ১০
২১	২২ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪৫	০৬ : ১১
২২	২৩ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪৪	০৬ : ১১
২৩	২৪ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
২৪	২৫ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১২
২৫	২৬ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
২৬	২৭ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১৩
২৭	২৮ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১৩
২৮	২৯ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৩
২৯	৩০ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
৩০	৩১ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৩৫	০৬ : ১৪

[**আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাইন্ডার** (ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী) ও সলাত টাইম এর সমন্বিত সময় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত]

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য

ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৫ মি. ৪৮ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ০৬ সে.	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০১ মি. ৫৬ সে.	(+) ০৩ মি. ০০ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৫ মি. ১২ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ১২ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০০ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০১ মি. ০০ সে.	(−) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৩	বরিশাল	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০২ মি. ২৪ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.	৪৬	পটুয়াখালী	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	৪৮	ভোলা	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৪৮ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৫ মি. ১২ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৭ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৬ মি. ৩০ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ১২ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৭ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৮ মি. ০০ সে.
২১	বান্দরবান	(−) ০৮ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৭ মি. ১২ সে.	(−) ০৪ মি. ৪৮ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০৩ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ১৮ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৪ মি. ৩০ সে.	(−) ০৩ মি. ৪২ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০২ মি. ১২ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৭ মি. ৩০ সে.	(+) ০৫ মি. ৪২ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৮ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ৪২ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	(−) ০১ মি. ০০ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৮ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ১৮ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(−) ০৬ মি. ৪২ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৪২ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০২ মি. ৩০ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৭ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৪ মি. ২৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০১ মি. ৪২ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ১১ ফেব্রুয়ারী-২০২৫ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Spring Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

৫০% টিউশন ফি ছাড়

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

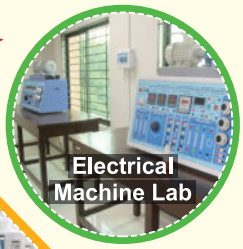

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
- Master of Business Administration (MBA-Regular)
- Master of Business Administration (MBA-Executive)

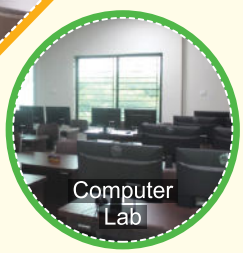

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত